نظر شريعت

[নযরে শরীয়ত]

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,

E-mail:anjumanturst@gmail.com,monthlytarjuman@gmail.com

www.anjumantrust.org

نظر شريعت

নযরে শরীয়ত

মূল : আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রেযাউল মোস্তফা আল-ক্বাদেরী ও আল্লামা আবূ দাউদ মুহাম্মদ সাদেক্ব রেযভী

অনুবাদক : অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়্যদ আবূ তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দীন
অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রেযভী
অধ্যক্ষ মাওলানা আবূ আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী
অধ্যাপক মাওলানা জা'ফর উল্লাহ্
মাওলানা আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইয়ূসুফ জীলানী

সম্পাদনায় : **মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান**
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার
আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

সহযোগীতায় : আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ মনসূরুর রহমান

কম্পোজ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান

দ্বিতীয় প্রকাশ : ০১ সফর, ১৪৩৭ হিজরী
৩০ কার্তিক, ১৪২২ বাংলা
১৪ নভেম্বর, ২০১৫ ইংরেজি

প্রথম প্রকাশ : ১২ রবিউল আউয়াল, ১৪১৭ হিজরী, ১৯৯৬ ইংরেজি

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়া: ৬০/= (ষাট টাকা) মাত্র।

NAZR-E SHARIAT, Written by Allama Abu Tanveer Muhammad Rezaul Mustafa Al-Qadery and Allama Abu Dawood Muhammad Sadeq Rezvi, Published by **ANJUMAN-E RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST.** Chittagong, Bangladesh. **Hadiah Tk. 60**/- ONLY.

এ প্রকাশনা দরবারে আলীয়া ক্বাদেরিয়ার মাশা-ইখ হযরাতে কেরামের সম্মানার্থে নিবেদিত ।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনা প্রসংগে
কিছু কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহক্রমে, 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'-এর 'প্রচার ও প্রকাশনা দপ্তর' আমাদের পূত:পবিত্র দ্বীন ও মাযহাবের অতি গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি বিষয়ে উর্দু ভাষায় লিখিত ছয়টি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ 'নযরে শরীয়ত' শিরোনামে পুনরায় প্রকাশ করলো। পুস্তকটার ১ম সংস্করণ প্রকাশকালে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রবন্ধগুলোর মূল লেখক হলেন পাকিস্তানের দু'জন প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, গবেষক ও লেখক। তাঁরা হলেন আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রেযাউল মোস্তফা আল-ক্বাদেরী ও আল্লামা আবূ দাউদ মুহাম্মদ সাদেক্ব। প্রবন্ধগুলো ইসলামের সঠিক আক্বীদা ও পূত:পবিত্র শরীয়তের কতিপয় বিষয়ে লিখিত, যেগুলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

উল্লেখ্য, প্রবন্ধগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করে রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীক্বত, রওনক্বে আহলে সুন্নাত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ সাহেব ক্বেবলা মুদ্দাযিল্লুহুল আলী এবং পাকিস্তানের প্রখ্যাত জ্ঞানী ও গুণীজন, বিশিষ্ট গবেষক ড. সলীম উল্লাহ্ ওয়াইসী উক্ত প্রবন্ধগুলোর বঙ্গানুবাদ পুস্তাকাকারে প্রকাশের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। হুযূর ক্বেবলা হযরতুল আল্লামা সাবির শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলীই প্রস্তাবিত পুস্তকটার নামকরণ করেছেন- 'নযরে শরীয়ত' (শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি)। সুতরাং আনজুমানের 'প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ' বিগত ১৯৯৬ ইংরেজীতে পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের প্রয়াস পায়। বলাবাহুল্য, আন্জুমানের অত্র বিভাগের তত্বাবধানে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মাধ্যমে প্রবন্ধগুলোর বঙ্গানুবাদ করানো হয়। সুতরাং সঙ্গত কারণে পুস্তকটার প্রথম সংস্করণ পাঠক সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

পুস্তকটির গুরুত্ব ও উপকারিতা এবং পাঠক সমাজের চাহিদার কথা বিবেচনা করে সেটার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ সংস্করণ নতুন অবয়বে ও নির্ভুলভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা ও প্রুফ রিডিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন 'আনজুমান রিসার্চ সেন্টার'-এর মহাপরিচালক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। আর মুদ্রণ ও অন্যান্য বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান। আমরা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আশা করি পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের মতো ২য় সংস্করণও পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে এবং তাঁরা ঈমান-আক্বীদা ও শরীয়তের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী আমল করে ধন্য হবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

(আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন)
জেনারেল সেক্রেটারী,
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	**প্রিয়নবীর সম্মানিত পিতা-মাতা মু'মিন ছিলেন** **মূল:** আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রেযাউল মোস্তফা আল-ক্বাদেরী **ভাষান্তর :** অধ্যক্ষ মাওলানা আবূ আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী	০৬
০২	**রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির** **মূল:** আল্লামা আলহাজ্ব আবু দাঊদ মুহাম্মদ সাদেক্ব রেযভী **ভাষান্তর:** অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়দ আবূ তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন	১৭
০৩	**হুযূর পরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হায়াত ও শ্রবণশক্তি** **মূল:** আল্লামা আলহাজ্ব আবু দাঊদ মুহাম্মদ সাদেক্ব রেযভী **ভাষান্তর:** অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্	৩১
০৪	**মুসলিম মিল্লাতের উজ্জ্বল প্রদীপ ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব** **মূল:** আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রেযাউল মোস্তফা আল-ক্বাদেরী **ভাষান্তর:** অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী	৪১
০৫	**বর্তমানকালের কয়েকটি অপরাধের মারাত্মক পরিণতি** **মূল :** আল্লামা আলহাজ্ব আবূ দাঊদ মুহাম্মদ সাদেক্ব রেযভী **ভাষান্তর:** মাওলানা আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জীলানী	৫৩
০৬	**জীবন-মৃত্যু, নামাযে জানাযা ও এর দোয়াসমূহ** **মূল :** আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রেযাউল মোস্তফা আল-ক্বাদেরী **ভাষান্তর:** অধ্যক্ষ মাওলানা আবূ আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী	৬৪

প্রিয়নবীর সম্মানিত পিতা-মাতা মু'মিন ছিলেন

মূল: আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রেযাউল মোস্তফা আল-ক্বাদেরী
ভাষান্তর : অধ্যক্ষ মাওলানা আবূ আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

ভূমিকা: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত পিতা-মাতার ইন্তেক্বাল হয়েছিল হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের নুবূয়তের যুগের পর এবং ইসলামের আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে। সুতরাং এ সময় তাঁরা ছিলেন তাওহীদ ও 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তথা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী। প্রিয়নবীর সময় মহামহিম রব স্বীয় হাবীবে পাকের ওসীলায় তাঁদের ঈমানের পরিপূর্ণতা প্রদানের জন্য আসহাবে কাহফ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-এর ন্যায় তাঁদেরকে পুনর্জীবিত করেছেন আর তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়তের উপর ঈমান আনার ও সাহাবিয়াতের মহা মর্যাদা লাভের সুযোগ দান করে ধন্য করেন। ইসলামী যুগের পূর্বে হুযূর-ই আক্বরামের শুধু পিতা-মাতাই নন, বরং তাঁর আদি পিতা-মাতাগণও হযরত আদম ও হযরত হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম পর্যন্ত বংশীয় পরম্পরায় একত্ববাদী ছিলেন এবং তাঁরা কুফর ও শির্কের অপবিত্রতা ও যে কোন চরিত্রগত কলুষতা এবং জাহেলী যুগের যাবতীয় পাপাচার থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। মহান রব স্বীয় মাহবূবে করীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর পবিত্র নূরকে পবিত্র পিতৃপুরুষদের ঔরশ এবং পবিত্র মাতাগণের গর্ভের মাধ্যমে স্থানান্তরিত করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

আয়াত - ১

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِيْنَ○اَلَّذِيْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○

তরজমা: ২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দন্ডায়মান হন;
২১৯. এবং নামাযীদের মধ্যে আপনার পরিদর্শনার্থে ভ্রমণকেও।

[সূরা শু'আরা: আয়াত- ২১৮-২১৯, কান্‌যুল ঈমান]

এ আয়াতে করীমায় وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ তাফসীরে মুফাস্‌সিরকুল সরদার সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন- এ আয়াত দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান স্বত্তার, তাঁর পবিত্র পূর্বপুরুষগণের-এর পৃষ্ঠদেশে পরিভ্রমণ করা বুঝায়। অর্থাৎ এক পিতৃপুরুষ হতে অপর পিতৃপুরুষের পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তর করা। পরিশেষে, তিনি এ উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

[তাফসীরে খাযিন ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭, মাদারিজুন্ নুবূয়ত ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬]

وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ -এর অপর এক তাফসীর এরূপও যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূর শরীফ এক সাজদাকারী হতে অন্য সাজদাকারীর প্রতি স্থানান্তরিত হয়েই আগমন করেছে।

অতএব, এ থেকে একথা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, তাঁর সম্মানিত পিতা-মাতা হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আমেনা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) ঈমানদার ও জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তাঁরা ওইসব বান্দার মধ্যে নিকটতম, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর আলায়হিস্ সালামের জন্য বেছে নিয়েছিলেন আর এ বক্তব্যই সঠিক ও শুদ্ধ।

[ইমাম ইবনে হাজর হায়তমী প্রণীত 'আফদ্বালুল ক্বোরা লেক্বোরায়ে উম্মিল ক্বোরা']

وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ -এ 'সাজেদীন' -এ সাজদাকারী দ্বারা 'ঈমানদার' বুঝানো হয়েছে এবং আয়াতে করীমার অর্থ দাঁড়ায়- 'হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পবিত্র নূরের, ঈমানদার পিতৃপুরুষদের পৃষ্ঠদেশে এবং ঈমানদার মাতাগণের গর্ভসমূহে, অর্থাৎ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হতে আরম্ভ করে হযরত আবদুল্লাহ্ পর্যন্ত এবং হযরত হাওয়া থেকে হযরত আমেনা পর্যন্ত স্থানান্তরিত হওয়া অবলোকন করতে থাকেন। [তাফসীর-ই জালালাঈন-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাফসীরে সাভী: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪]

আয়াত- ২

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ...الاية

তরজমা: 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে এক মহান রসূল এসেছেন...।' [সূরা তাওবাহ্ : আয়াত-১২৮]

আল্লামা ইসমাঈল হক্বক্বী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর 'তাফসীরে রুহুল বয়ান'-এ লিখেছেন-

وَقُرِئَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَآءِ اَىْ اَفْضَلِكُمْ وَاَشْرَفِكُمْ

অর্থাৎ- কোন কোন ক্বিরাআতে 'ফা'-এর উপর যবর সহকারে 'আনফাসিকুম' পড়া হয়েছে, যার অর্থ হলো- 'নিশ্চয় তোমাদের নিকট এমন সম্মানিত রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের সবার চাইতে বহুগুণ বেশী সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ আয়াতটি তেলাওয়াত করার সময় اَنْفُسِكُمْ -এর 'ফা' বর্ণে যবর পড়লেন এবং এরশাদ করলেন, আমি তোমাদের সবার চাইতে পিতা-মাতার বংশধারা এবং স্বীয় বংশীয়দের দিক থেকে অধিকতম উত্তম (পবিত্র)। আমার পিতা ও দাদাদের মধ্যে কেউই 'সিফাহ্' (ব্যভিচার)-এ অংশ নেয়নি। বংশীয় পরম্পরায় হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত বিবাহের প্রথা সকলের মধ্যে অক্ষুন্ন ছিলো।

[খাসা-ইসে কুবরা: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৯, মাওয়াহিবে লাদুনিয়াহ্: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩, মাদারিজুন্ নুবূয়ত: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬]

নোট: 'সিফাহ' শব্দের অর্থ হলো যিনা বা ব্যভিচার। অর্থাৎ কোন নারীকে ইসলাম বহির্ভূত পন্থায় নিজের কাছে রাখা। [আল মুনজিদ: পৃষ্ঠা ৩৪৬]

স্মর্তব্য যে, ইসলামের পূর্বে লোকেরা বিবাহ ব্যতিরেকেই কোন নারীকে কিছুদিন নিজের কাছে রাখত। এরপর বিবাহ করত। সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এমন ঘৃণ্য কাজ করতে নিষেধ করেন এবং এরশাদ করেন- "আমার পিতা-মাতা হতে শুরু করে হযরত আদম ও হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম পর্যন্ত সকল পূর্বপুরুষ ও মাতাগণ ঈমানদার ছিলেন।"

[হিদায়তুন নবী ইলা ইসলামে আবা-ইন নবী: পৃষ্ঠা ৭]

আয়াত-৩

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ

তরজমা: মুসলমান গোলাম মুশরিক হতে শ্রেয়। আরো এরশাদ হয়েছে- وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ- ঈমানদার বাঁদী মুশরিক নারী অপেক্ষা শ্রেয়।

[সূরা বাক্বারা: আয়াত-২২০: কান্‌যুল ঈমান]

এ আয়াতে করীমা থেকে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি স্বীয় কিতাবে প্রিয়নবীর সম্মানিত পিতা-মাতার ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে এ মর্মে দলীল স্থির করেছেন যে, কোন কাফির যতই সম্ভ্রান্ত বংশের হোক না কেন,

কোন মু'মিন গোলাম কিংবা মু'মিন বাঁদী হতে কখনো শ্রেয় হতে পারে না। এই জন্যই সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন পিতৃপুরুষগণ এবং মাতা ও মাতামহীদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলে দিয়েছেন যে, 'তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয়। তাঁরা সকলেই পবিত্র।' আর মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র এরশাদ রয়েছে- اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ ; অর্থাৎ মুশিরকগণ হলো অপবিত্র। [সূরা তাওবাহ্, আয়াত-২৮]

সুতরাং কোন মুশরিক ও কাফিরকে 'সম্মানিত' (করীম), পবিত্র (তাহের) ও মুখতার (পছন্দনীয় বা ইখতিয়ারপ্রাপ্ত) বলা যায় না।

[আল্লামা শাহ্ মুহাম্মদ আবদুল গাফ্‌ফার প্রণীত হিদায়াতুন্নবী: পৃষ্ঠা ৬০৫]

নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِىْ اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ فِىْ الْقَرْنِ الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ-

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক যুগ ও স্তরের মধ্যে সমস্ত বনী আদমের যুগগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সময়ে প্রেরিত হয়েছি; এমনকি ওই যুগেও, যা'তে আমি আবির্ভূত হয়েছি।' [বোখারী শরীফের উদ্ধৃতিতে, খাসা-ইসে কুবরা ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬]

সাইয়েদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বদা ন্যূনতম সাতজন মুসলমান অবশ্যই বর্তমানে থাকে। তাঁরা না হলে পৃথিবী ও এর অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে যেত।

[যারক্বানী শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া: ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে সহীহ হাদীস বর্ণিত, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর পর হতে ভূপৃষ্ঠ কখনো সাতজন এবাদতকারী হতে শূন্য হয়নি। তাঁদেরই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীবাসীর উপর হতে আযাব দূরীভূত করেন। [প্রাগুক্ত]

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা যখন প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক যুগ ও স্তরে কমপক্ষে সাতজন মাক্ববুল এবাদতপরায়ণ মুসলমান অবশ্যই বর্তমান থাকছেন এবং স্বয়ং বোখারী শরীফের হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, যাঁদের ঔরশক্রমে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীপৃষ্ঠে তাশরীফ এনেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ সময়ের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন এবং ক্বোরআনের আয়াতসমূহ ও স্পষ্টভাবে বলছে যে, কোন কাফির যতই সম্ভ্রান্ত বংশের হোক না কেন, কোন মুসলমান গোলাম বা বাঁদী থেকেও শ্রেয়তর হতে পারেনা, তখন এটা নিশ্চিত হলো যে, হযরত নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতৃপুরুষগণ এবং মাতা ও মাতামহীগণ প্রত্যেক যুগ ও স্তরের ওই সব নেক্‌কার ও মাক্ববুল বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত; অন্যথায় (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়) সহীহ বোখারী শরীফে উদ্ধৃত প্রিয় নবীর বাণী এবং ক্বোরআনে মজীদে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র বাণী অবাস্তব হয়ে যাবে। (না'ঊযুবিল্লাহ্)

হুযূর-ই আক্‌রামের সম্মানিত পিতা-মাতাকে পুনরায় জীবিত করা হয়েছে

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجُوْنَ كَئِيْبًا حَزِيْنًا فَاَقَامَ بِهَا مَاشَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُوْرًا قَالَ سَأَلْتُ رَبِّىْ فَاَحْيَالِىْ اُمِّى فَاٰمَنَتْ بِىْ ثُمَّ رَدَّهَا- (رواه الطبرانى فى المعجم الاوسط)

অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (বিদায় হজ্বের প্রাক্কালে) 'হাজূন' (মক্কার এক কবর স্থান)-এ অবতরণ করলেন। এ সময় তিনি সীমাহীন পেরেশান ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিলেন। তিনি সেখানে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। এরপর সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত অবস্থায় আমার কাছে তাশরীফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন, "হে আয়েশা! আমি আমার রবের দরবারে প্রার্থনা করেছি। তিনি স্বীয় দয়া ও মেহেরবাণীতে আমার মাতাকে জীবিত করেছেন। তখন তিনি আমার (রিসালতের) উপর ঈমান এনেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পুনরায় ওফাত প্রদান করেছেন।"

[হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন: পৃ. ৪১২, যারক্বানী: ১ম খণ্ড পৃ. ১৬৬, মা- সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ্: পৃ. ৩৭, তাফসীরে রুহুল বয়ান (দেওবন্দে প্রকাশিত): ১ম খণ্ড পৃ. ১৪৭ এবং ইমাম সুয়ূত্বী প্রণীত আত্‌তা'যীম ওয়াল মিন্নাহ্]

আপত্তি

মাতা-পিতাকে জীবিত করা সম্পর্কীয় হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা আল্লামা ইবনে জওযী একে মাওদ্বূ' (মিথ্যা-বানোয়াট) হাদীসসমূহে গণ্য করেছেন।

জবাব

আল্লামা সৈয়দ আহমদ হুমুভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, এটা কেবল কতিপয় কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্বোধ লোকের নিজস্ব ধারণা। কেননা, গ্রহণযোগ্য এবং বিশুদ্ধতর কথা হলো যে, এটা দুর্বল হতে

পারে; কিন্তু মওদ্বূ' বা মিথ্যা-বানোয়াট কিছুতেই হতে পারেনা। দেখুন হযরত হাফেয নাসিরুদ্দীন দামেশ্‌ক্বী ছন্দে কি সুন্দর কথা বলেছেন-

حَبَا اللهُ النَّبِىَّ مَزِيْدَ فَضْلٍ -عَلَى فَضْلٍ فَكَانَ بِهِ رَؤُفًا
فَاحْيَا اُمَّهُ وَكَذَا اَبَاهُ - لِاِيْمَانٍ بِهِ فَضْلًا لَطِيْفًا
مُسَلَّمٌ فَالْاِلٰهُ بِهِ قَدِيْرًا - وَاِنْ كَانَ الْحَدِيْثُ بِهِ ضَعِيْفًا

অর্থাৎ: ১. 'দয়াময় আল্লাহ্ আপন হাবীবে করীমকে ফযীলতের উপর ফযীলত দান করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

২. তাঁর মাতাকে ঈমানের মহাসম্পদে সৌভাগ্যবতী করার জন্য জীবিত করেছেন। এটা তাঁর প্রতি সুক্ষ্ম অনুগ্রহ ছিলো।

৩. এ কথা স্বীকৃত যে, আল্লাহ্ তা'আলা এতে সক্ষম; যদিও হাদীসটি দুর্বল পার্যায়ের।

[হুমুভী প্রণীত শরহে আশ্‌বাহ ওয়ান নাযা-ইর: পৃ. ৪৫৩, হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন: পৃ. ৪১৬]

অন্যান্য মাশা-ইখ ও আলিমগণের কিতাবাদি ছাড়াও আল্লামা সুয়ূত্বী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রিয়নবীর পিতা- মাতার ঈমান আনা সম্পর্কে ছয়টি ঈমান সতেজকারী স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। এতে তিনি তাঁদের ঈমান আনা প্রমাণ করার সাথে সাথে বিরোধীতাকারীদের পরিপূর্ণ খণ্ডন করেছেন। নিঃসন্দেহে এ কারণেই প্রিয়নবীর দরবারে এ মহান ইমামের অতি মাত্রায় গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে।

আল্লামা সুয়ূত্বী ও দীদারে মোস্তফা

আল্লামা সুয়ূত্বী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) অতি উচ্চ মর্যাদাময় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যিনি জাগ্রতাবস্থায় পঁচাত্তর বার সরকারে দু'আলম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম-এর সাক্ষাত লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

[আল মীযানুল কুবরা: পৃ.৪৪]

আল্লামা সুয়ূত্বী ও হাদীসে মোস্তফা

এ মহান মর্যাদাবান মুহাদ্দিস আরো কয়েকটি মাসআলার মতো প্রিয়নবীর সম্মানিত পিতা- মাতার ঈমান সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করে উক্ত বিষয়টির পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। মুহাদ্দিসগণের কাছে যদিও কিছু হাদীস 'দুর্বল' সাব্যস্ত হয় এবং ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

সত্ত্বেও আল্লামা সুয়ূত্বী কতিপয় হাদীস যাচাই করার জন্য প্রিয়নবীর কাছে পেশ করে সেগুলোর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করে নিয়েছিলেন।

[মীযানুল কুবরা: পৃ.৪৪, ইমাম শা'রানী]

মৌলভী আন্‌ওয়ার কাশ্মিরী দেওবন্দীর কলমে

কাশ্মিরী সাহেব প্রিয়নবীর দর্শনলাভ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন- জাগ্রত অবস্থায় সরকারে দু'আলম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সাক্ষাত লাভ প্রমাণিত হয়েছে। অধিকন্তু এর অস্বীকার করা মুর্খতা মাত্র। যেমন আল্লামা সুয়ূত্বী বাইশ বার তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাঁর মহান দরবারে কতিপয় হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর ভুল-ভ্রান্তি নির্দেশ করে শুদ্ধ করে দিয়েছেন। (অথচ ইতোপূর্বে কোন কোন মুহাদ্দিস সেগুলোকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।)

[ফয়যুল বারী: মিশরী ছাপা: ১ম খণ্ড: পৃ. ২০৪, সংক্ষেপিত]

সাবধান!

আজ অবধি মজবুত দলীলতো দূরের কথা, কোন দুর্বল প্রমাণ দ্বারাও প্রিয়নবীর সম্মানিত পিতা- মাতার মূর্তিপূজা বা কুফরী আক্বীদার কথা সাব্যস্ত হয়নি; বরঞ্চ তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা তাঁদের ঈমানেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লামা সুয়ূত্বী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) স্বীয় কিতাব 'আত্‌তা'যীম ওয়াল মিন্নাহ্'-এ আবূ নু'আয়ম লিখিত 'দালা-ইলুন্ নুবূয়ত'-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আমেনা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা স্বীয় ওফাতের প্রাক্কালে হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী চেহারার দিকে স্নেহভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং তাঁর নিকট থেকে বেদনাবিদূর বিদায়ের কথা স্মরণ করে কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। সেগুলোর অনুবাদ নিম্নরূপ:

"হে বৎস! আল্লাহ্ তোমায় বরকত দিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি নবী হবে এবং হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে দেবে, আরব-আজমে ইসলামকে ছড়িয়ে দেবে। আল্লাহ্ তোমাকে মূর্তি পূজা থেকে বাঁচাবেন এবং তোমার দ্বারাই দ্বীনে ইব্রাহীমী প্রসারিত হবে। আমিতো ওফাত পেয়ে যাব; কিন্তু আমার স্মরণ ক্বিয়ামত অবধি বর্তমান থাকবে। কারণ আমি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদটুকু (তথা সন্তান) রেখে যাচ্ছি।"

একটি আপত্তি

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর 'ফিক্বহে আকবর' গ্রন্থে লিখেছেন-

وَوَالِدَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ-

অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা- মাতা কুফরের উপর ইন্তিক্বাল করেছেন।

জবাব

উপরোক্ত মন্তব্যটি ইমাম আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে সম্পৃক্ত হলেও এ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত রয়েছে ঃ

প্রথমত, আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) স্বীয় ফাতওয়ায় বলেছেন যে, এটা প্রিয়নবীর সম্মানিত পিতা-মাতা সম্পর্কে ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মন্তব্য বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা মিথ্যা; কারণ এটা ইমাম আ'যম কর্তৃক লিখিত 'ফিক্বহে আকবার' নয়; বরং এ 'ফিক্বহে আকবর'-এর প্রণেতা হলেন আবূ হানীফা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-বোখারী; এতেই এ বক্তব্য রয়েছে। আল্লামা বিরজঞ্জী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, সাইয়্যেদী শেখ ইবনে হাজর মক্কী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) বলেছেন যে, সন্দেহাতীতভাবে শুদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে যে, এ 'ফিক্বহে আকবার' ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রণীত নয়; বরঞ্চ সাদৃশ্যের ধোঁকা সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণ হলো কিতাব দু'টির নাম অভিন্ন এবং প্রণেতাদ্বয়ের উপনামও একই। এ কারণে কিছু লোক ধারণা করে সম্ভবত: যে, যে 'ফিক্বহে আকবার'-এ উক্ত মন্তব্য বিদ্যমান, সেটার লিখক ইমাম আ'যম হবেন; অথচ প্রকৃত পক্ষে সেটা সঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, কতিপয় আলিমের মতানুযায়ী মূল 'ফিক্বহে আকবার'র ইবারত হচ্ছে - مَا مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ- অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রামের সম্মানিত পিতা- মাতার ইন্তেক্বাল কুফর অবস্থায় হয়নি। এবারতের مَا (মা) হরফটি কাতিব (কপিকারী)-এর ভুল কিংবা ভিন্ন কোন কারণে বাদ পড়ে গেছে। যেমন 'এরশাদে গাবী' (ارشاد غبى) ঃ পৃ. ১৫তে একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষক আলিমগণ বলেছেন, যদিও ধরে নেয়া হয় যে, এটি ইমাম আ'যমের বক্তব্য, তবে সেক্ষেত্রে একথাই মেনে নিতে হবে যে,

ইমামে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে- مَا تَا عَلَى زَمَانِ الْكُفْرِ অর্থাৎ তাঁরা উভয়ে যমানা-ই কুফর বা কুফরের যুগে ইন্তেকাল করেছেন। (কুফরী আক্বীদার উপর ইন্তিক্বাল করেননি।)

[আল্লামা এনায়তুল্লাহ্ সাহেব কৃত 'তানভীরুল কালাম': পৃ. ১৫ থেকে সংকলিত]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সুফী আবদুল হামীদ সিওয়াতী দেওবন্দী, (গুজরান ওয়ালাস্থ 'নুসরাতুল উলুম মাদরাসা'র তত্ত্বাবধায়ক) 'ফিক্বহে আকবার'-এর অনুবাদ করতে গিয়ে পাদটীকায় একথা স্বীকার করেছেন যে, অনেক কপিতে উক্ত ইবারত নাই। তাই এই ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাটাই উত্তম। [সংক্ষেপিত: পৃ.৪৬]

মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর ঘটনা

মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এটাকে ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রণীত 'ফিক্বহে আকবর' বিবেচনা করে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন এবং উল্লিখিত বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে প্রিয়নবীর সম্মানিত পিতা-মাতার ঈমানহীনতার ব্যাপারে নিজ বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছেন। অধিকন্তু তিনি এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাও লিখে ফেলেছেন। হানাফী ও শাফে'ঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ সেটার যথার্থ খণ্ডন করেছেন। এমনকি আল্লামা মাহমূদ আলূসী, যিনি 'তাফসীরে রুহুল মা'আনী'-এর প্রণেতা, বলেছেন, ''মোল্লা আলী ক্বারীর নাক ধূলিময় হোক। কেননা তিনি এ মাস'আলায় প্রিয় নবীর পিতা-মাতার ঈমান সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। ''মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ অবস্থান গ্রহণ করার পর থেকে বিভিন্নমুখী দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত হয়ে পড়েন। সাইয়্যেদী আল্লামা হুমুভী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আপন পুস্তিকা 'بقوائدالرّحله'-তে বিভিন্ন মুসীবতের কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে মোল্লা আলী ক্বারী শেষ বয়সে নিপতিত হন। যেমন অর্থকষ্ট। তাঁর অর্থকষ্ট এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তিনি তাঁর অধিকাংশ দ্বীনি কিতাব পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন; এমনিভাবে বিখ্যাত আক্বাইদের কিতাব 'শরহে আক্বা-ইদে নসফী'র ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'নিবরাস'-এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোল্লা আলী ক্বারীর সম্মানিত ওস্তাদ আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বপ্নে দেখলেন যে, মোল্লা আলী ক্বারী ছাদ হতে পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলেছেন এবং তাঁকে বলা হলো এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পরম

সম্মানিত পিতা-মাতার সম্মানহানি করারই শাস্তি, যা তোমাকে দেয়া হলো। সুতরাং সত্যি সত্যি মোল্লা আলী ক্বারীর পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। [নিবরাস: পৃ. ৫২৬]

মোল্লা আলী ক্বারীর তাওবা

যদিও প্রিয়নবীর পিতা-মাতার ঈমানের বিপক্ষে মোল্লা আলী ক্বারী প্রচুর লেখালেখি করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় তাঁকে তাওবা ও পূর্বের অবস্থান থেকে ফিরে আসার তাওফীক্ব দান করেছেন। যেমন 'নিবরাস'-এ উল্লিখিত ঘটনার পাদটীকায় বলা হয়েছে-

عَلِيُّ بْنُ سُلْطَانِ الْقَارِىْ فَقَدْ اَخْطَأَ وَذَلَّ لَا يَلِيْقُ ذَالِكَ لَهُ وَنُقِلَ تَوْبَتُهُ عَنْ ذَالِكَ فِىْ الْقَوْلِ الْمُسْتَحْسَنِ-

অর্থাৎ মোল্লা আলী ক্বারী ভুল করেছেন এবং অপদস্থ হয়েছেন। এমনটা করা তাঁর পক্ষে সমুচিত ছিল না। যা হোক, শুদ্ধতর মত অনুযায়ী, তাঁর তাওবা এবং অভিমত পরিবর্তনের কথা উদ্ধৃত হয়েছে।

[হাশিয়া-ই নিবরাস: পৃ. ৫২৬, এবং নাহাদ্বাতুল ইসলাহিয়াহ্]

ইমাম আবদুল বাক্বী যারক্বানী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)-এর অভিমত, 'নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত পিতা- মাতা কখনোই কাফির ও মুশরিক ছিলেন না।'

[যারকানী: শরহে মাওয়াহিবে লাদুনিয়া: ১ম খণ্ড: মিশরী ছাপা]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) বলেন, 'তুমি কি একথা জান না, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা এ অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তিনি স্বীয় পিতামাতাকে পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁরা তাঁর নুবূয়তের উপর ঈমান এনেছেন?

[রদ্দুল মোহ্তার, দুররে মোখতার]

শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) লিখেছেন- 'ওলামা-ই কেরাম সরকারে দু'আলম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের পিতা-মাতা, বরঞ্চ হযরত আদম ও হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম পর্যন্ত তাঁর উর্ধ্বতন সমস্ত পিতৃপুরুষ এবং মাতা ও মাতামহীগণ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রমাণ করেছেন। [আশি''আতুল লুম'আত: ১ম খণ্ড]

সাবধান!

নিশ্চয় নিশ্চয় কখনো ভুল করে হলেও তাঁর মহান সম্মানিত পিতা-মাতা সম্পর্কে মন্দ বলোনা এবং তাঁদের শানে বেয়াদবীমূলক শব্দ ব্যবহার করোনা। কেননা, তাতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কষ্ট হয়।'

[মা- সাবাতা বিস্সুন্নাহ্: পৃ. ৮১]

ইমাম ফরুদ্দীন রাযী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)

فَقَالَ اِنَّهُ مَا لَمْ يَكُوْنَا مُشْرِكَيْنَ بَلْ كَانَا عَلَى التَّوْحِيْدِ وَمِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

অর্থাৎ অতঃপর বলেছেন, নিশ্চয় তাঁর সম্মানিত মাতা-পিতা মুশরিক ছিলেন না, বরঞ্চ তাওহীদ এবং মিল্লাতে ইব্রাহীমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

[হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন: পৃ.৪১৮]

ইমাম কাল্‌বী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) বলেন, আমি নবী-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উর্ধ্বতন পাঁচ শত বছরের মাতা ও মাতামহীগণের জীবনী লিখেছি। কোন যুগেই তাঁদের মধ্যে জাহেলিয়াত ও চরিত্রহীনতার কোন প্রভাব পাওয়া যায়নি। [আশ্ শিফা: পৃ.১১]

আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) বলেছেন: এটা প্রিয়নবীর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত যে, তাঁরই কারণে তাঁর পিতা-মাতার পুনরায় জীবিত হওয়া এবং অতঃপর তাঁর উপর ঈমান আনা।

[জাওয়াহেরুল বিহার (অনূদিত): ২য় খণ্ড, পৃ.৪৫৬]

আল্লামা মাহমুদ আলুসী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) বলেছেন: আমি ওই ব্যক্তির কুফরের আশংকা বোধ করি, যে প্রিয়নবীর সম্মানিত মাতা-পিতা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর বিরুদ্ধে কিছু বলে।

[তাফসীরে রুহুল মা'আনী: ১ম খণ্ড, পৃ.১৩৮]

কাযী আবূ বকর ইবনে আরবীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এক ব্যক্তি বলছে, প্রিয়নবীর পিতা-মাতা দোযখে রয়েছেন। (না'ঊযুবিল্লাহ্)

এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি জবাবে বলেন, ওই ব্যক্তি মালাঊন বা অভিশপ্ত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যেসব লোক খোদা ও রাসূলকে কষ্ট দেয় তার উপর আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন দুনিয়া ও আখেরাতে।

[সীরাতে মোস্তফা: পৃ. ১০৪, ইবরাহীম মীর সিয়ালকোটি প্রণীত]

বেয়াদব বীর!

জামায়াতে আহলে হাদীসের এক বেয়াদব বীর! যে স্বীয় মতের বিরুদ্ধবাদীদের নির্বিচারে (পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সকল আলিমকে) অভিসম্পাত করার বেলায় নিতান্ত অভ্যস্থ। উক্ত মৌলভী আবুল কাশেম বানারসী বিশেষত: ইমাম সুয়ূত্বী

রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর প্রতিও অত্যন্ত নাখোশ ও ক্ষুব্ধ-তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা- মাতাসহ সকল উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের ঈমান সম্পর্কে এমন পুস্তিকাদি কেন লিখলেন! এটাই তার ক্ষোভের একমাত্র কারণ।

[সীরাতে মোস্তফা: পৃ.১০৫, প্রণেতা: গায়রে মুকাল্লিদ ইবরাহীম মীর সিয়ালকোটি]

অথচ আহলে হাদীসের অপর ব্যক্তি নওয়াব মুহাম্মদ সিদ্দীক্ব হাসান ভুপালী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাতা-পিতাকে জীবিত করেছেন। এমনকি তাঁরা ঈমান এনেছেন। [আশ্ শাম্মামাতুল আন্ব্বরিয়াহ্: পৃ.৭১]

গায়রে মুক্বাল্লিদ ওহাবী মীর ইব্রাহীম সিয়ালকোটি তাঁর 'সীরাতে মোস্তফা'র ৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা স্বীয় পূর্বপুরুষদের ন্যায় আপন দাদাপুরুষ হযরত খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস্ সালাম-এর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কেননা, তাঁদের দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজা কখনো সম্পন্ন হয়নি।

আ'লা হযরত ফাযেলে বেরলভী (আলায়হির রাহমাহ্) প্রিয়নবীর মাতা-পিতার ঈমানের পক্ষে 'শুমূলুল ইসলাম লিউসূলির রাসূলিল কেরাম' পুস্তিকায় বিষয়টির পরিপূর্ণ সপ্রমাণ ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন।

---o---

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাযির-নাযির

মূল: আল্লামা আলহাজ্ব আবূ দাউদ মুহাম্মদ সাদেক্ব রেযভী
ভাষান্তর: আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ আবূ তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন

এ'তে সন্দেহ নেই যে, এ বিষয় পবিত্র ক্বোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস, ইজমা'-ই উম্মত এবং বরেণ্য ইমামদের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত। এ নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে কতিপয় দলীল পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا

তরজমা: 'নিশ্চয় আমি আপনাকে হাযের-নাযের, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি এবং আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।' [সূরা আহযাব: আয়াত- ৪৫]

ওলামায়ে ইসলাম বা সর্বযুগের ইসলামী মনীষী, আওলিয়া-ই কেরাম ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামদের সুস্পষ্ট বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও অনুগ্রহ দ্বারা হায়াতে হাক্বীক্বী বা প্রকৃত জীবন নিয়ে জীবিত এবং হাযির-নাযির আছেন। সমগ্র বিশ্ব তাঁর দৃষ্টি বা চোখের সম্মুখে। রূহানিয়্যাত (আত্মিক শক্তি), নূরানিয়াত (জ্যোতির্ময়তা) এবং সমস্ত বিশ্বের রহমত হওয়া তাঁর শানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা ও ইল্ম-এর বিশাল জগতে সর্বত্র তাঁরই উজ্জ্বলতা বিরাজিত। দুনিয়ার কোন স্থান ও বস্তু তাঁর নিকট থেকে অদৃশ্য নয়। তিনি যেখানে চান যত স্থানে চান একই সময়ে উপস্থিত হয়ে স্বীয় গোলামদেরকে স্বীয় দিদার এবং ফয়য ও বরকত দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। উক্ত মাস'আলার অনুকূলে ক্বোরআনের আরো কিছু আয়াত এবং কতিপয় সহীহ হাদীস এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য উক্তি পেশ করা হচ্ছে।

আশাকরি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীরা ওইগুলো পাঠ করে নিজেদের ঈমানকে তাজা করবেন এবং আহলে সুন্নাতের বিরুদ্ধবাদীরা প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শান ও শওকত এবং পরিপূর্ণ মর্যাদার অস্বীকার এবং আহলে সুন্নাতের অনুসারীদেরকে কাফির-মুশরিক ইত্যাদি বলা থেকে বিরত থাকার সুযোগ পাবে।

পবিত্র ক্বোরআন থেকে

আয়াত-১

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۰

তরজমা: এবং কথা হলো এরূপই যে, আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির উপর সাক্ষী হও। আর এ রসূল হন তোমাদের রক্ষক ও সাক্ষী। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৪৩]

মৌলভী শব্বির আহমদ ওসমানী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন পূর্ববর্তী উম্মতদের কাফিরগণ (ক্বিয়ামত দিবসে) তাদের নবীগণের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং এ অভিযোগ করবে যে, তাদেরকে দুনিয়াতে কেউ সত্যপথ প্রদর্শন করেন নি, তখন প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতগণ ওই নবীগণের কৃত দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম), যিনি (ক্বিয়ামত অবধি) সমস্ত উম্মতদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত, এতে তাঁর উম্মতদের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার পক্ষে সাক্ষী হবেন।

[হাশিয়ায়ে ক্বোরআন, কৃত: শব্বির আহমদ, পৃ.২৭]

এ আয়াতে করীমাহ্, হাদীস শরীফ এবং উক্ত তাফসীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবগত আর তিনি তাঁর সম্যক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে উম্মতদের পক্ষে সাক্ষী হবেন। কেননা, তিনি উম্মতদের সকল আমল ও অবস্থা নুবূয়তের নূর দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন। তাই বিশিষ্ট তাফসীরকারক শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও আল্লামা ইসমাঈল হক্বক্বী এ আয়াতের উপর লিখিত টীকায় বলেন: রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নূরে হক্ব ও নূরে নুবূয়ত দ্বারা সমস্ত উম্মতের ঈমানের হাকীক্বত, তাদের ধর্মীয় অবস্থান, বাহ্যিক ভালমন্দ কর্মকাণ্ড, আল্লাহর প্রতি তাদের একাগ্রতা কপটতা এবং অন্তরের অবস্থাদি সম্পর্কেও তিনি পরিজ্ঞাত।

[তাফসীরে আযীযী: পৃ. ৯৬ এবং রূহুল বয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ.২৪৬ দ্রষ্টব্য]

মোল্লা আলী ক্বারী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম-এর পবিত্র রূহ সমস্ত মুসলমানের ঘরে হাযির থাকে।

[শরহে শেফা: ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৪]

আয়াত-২

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا-

তরজমা: তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করবো এবং হে মাহবূব, আপনাকে সবার উপর সাক্ষী এবং পর্যবেক্ষণকারী রূপে উপস্থিত করবো। [সূরা নিসা: আয়ত- ৪১]

এ আয়াতের একটি তাফসীর এ যে, প্রত্যেক নবী স্বীয় উম্মতের ঈমান ও কুফর এবং ভাল ও মন্দ কাজের সাক্ষী। সর্বোপরি, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পূর্ববর্তী সকল উম্মতের সাক্ষ্যদাতা। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতেও প্রথমোক্ত আয়াতের মতো হুযূরে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শানমান ও নুবূয়তের জ্যোতির্ময়তার অধিক সমারোহ বিদ্যমান। কেননা, প্রথমোক্ত আয়াতে হুযূরে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র উম্মতের উপরই তাঁর সাক্ষ্য প্রদানের প্রমাণ রয়েছে, আর এ আয়াত পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র চূড়ান্ত সাক্ষ্য প্রদানের প্রমাণ বহন করে। এ বর্ণনার আলোকে দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিজের উম্মতের কর্মকাণ্ড অবলোকন করেন, তেমনি অন্যান্য উম্মতদের ক্রিয়াকলাপও তাঁর চোখের সামনে।

মৌলভী শব্বির আহমদ ওসমানী দেওবন্দী উক্ত আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, পূর্ববর্তী নবীগণ যেমন নিজ নিজ উম্মতের কাফির ও ফাসিক্বের কুফর ও ফিসক্ব-এর সাক্ষ্য প্রদান করবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও তাদের সকল মন্দ কাজের সাক্ষী হবেন, যা দ্বারা তাদের কুকর্ম ও অমঙ্গল প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হবে।

তাফসীরে নিশাপুরীতে রয়েছে যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সবার উপর সাক্ষ্যদাতা বানানোর কারণ এ যে, তাঁর রূহ-ই আন্ওয়ার (নূরানী আত্মা) সমগ্র পৃথিবীতে অন্যান্য রূহের উপর, অন্তরের উপর এবং প্রত্যেকের অন্তরাত্মার উপর তাঁর দৃষ্টিপাত হয়। (উল্লেখ্য যে, সাক্ষীর জন্যে দেখা আবশ্যক।) স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার রূহকে সৃষ্টি করেছেন। (সুতরাং সৃষ্টিজগতে যা কিছু হয়েছে সবই তাঁর সামনে হয়েছে।)

তাফসীরে নসফী, তাফসীরে বগভী এবং তাফসীরে মাযহারীসহ অন্যান্য তাফসীরে রয়েছে যে, তিনি সকল উম্মতের 'শাহেদ' বা সাক্ষ্যদাতা-তিনি প্রকাশ্যে দেখুন কিংবা না-ই দেখুন। কেননা, তাঁর নুবূয়তের কাছে কোন জিনিস গোপন থাকতে পারে না। তাই তিনি ঈমানদারের ঈমান, কাফিরের কুফর এবং মুনাফিক্বের নেফাক্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক এবং হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর উম্মতকে তাঁর সম্মুখস্থ করা হয় এবং তিনি তাদের সকলকে নিজ নিজ নিদর্শন ও কর্মকাণ্ড সহকারে চিনেন। এ দেখার কারণে তিনি সাক্ষ্যদাতা নিরূপিত হবেন।

আয়াত-৩

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا

তরজমা: নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী (হাযির-নাযির) করে...।

[সূরা আহযাব, আয়াত: ৪৫, কান্‌যুল ঈমান]

অত্র আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে شاهد বলা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে- সাক্ষী তথা হাযির-নাযির। তাই غائب (অনুপস্থিত/অদৃশ্য) শব্দের বিপরীতে ব্যাপকভাবে شاهد (হাযির-নাযির) শব্দের ব্যবহার হয়। জানাযার নামাযে যে شاهدنا وغائبنا পড়া হয় তার অর্থও হচ্ছে যথাক্রমে হাযির ও গায়েব। এজন্য সাক্ষ্যদাতাকেও شاهد বলা হয়। যেহেতু সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকে এবং মোশাহাদার (প্রত্যক্ষ দর্শন)-এর সাথে অর্জিত জ্ঞানেরই বর্ণনা প্রদান করে। 'মুফরাদাতে ইমাম রাগেব' এবং অন্যান্য অভিধান গ্রন্থে রয়েছে যে, 'শাহেদ' অর্থ হচ্ছে-

اَلشُّهُوْدُ وَالشَّهَادَةُ اَلْحُضُوْرُ مَعَ الْمُشَاهِدَةِ اِمَّا بِالْبَصَرِ اَوْ بِالْبَصِيْرَةِ-

অর্থাৎ 'শুহুদ' ও 'শাহাদাত' মানে স্বচক্ষে দর্শন বা প্রত্যক্ষ করা সহকারে হাযির থাকা- চাই এ প্রত্যক্ষ করা কপালের চোখে হোক, কিংবা অন্তরের চোখে হোক। আল্লামা হক্বক্বী ইমাম কাশানী হতে বর্ণনা করেছেন যে,

اَلشَّهِيْدُ وَالشَّاهِدُ مَا يَحْضُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّمَّا بَلَغَهُ مِنَ الدَّرَجَةِ- (روح البيان ٢١١)

অর্থাৎ প্রত্যেকে যে স্তরে পৌঁছেছে, ওই স্তরে সে শাহিদ ও শহীদ (যথাক্রমে সাক্ষী ও হাযির)। [রূহুল বয়ান, পৃ. ২১১]

শেখ মুহাক্বক্বিক্ব আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন,

شاہد عالم وحاضر بحال امت تصدیق وتکذیب ونجات ہلاکت ایشاں-

অর্থাৎ شاهد ওই সত্তার নাম, যিনি নিজ উম্মতের অবস্থাদি, মুক্তি ও ধ্বংস, নবীর প্রতি তাদের সত্যায়ন ও মিথ্যা প্রতিপাদন ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত এবং দর্শক। [মাদারিজুন্নুবূয়াত: ১ম খণ্ড, পৃ.২৬০]

তাফসীরে আবুস সা'ঊদ, জুমাল, কবীর, রূহুল মা'আনী ইত্যাদি তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীরে রয়েছে,

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى مَنْ بُعِثَ اِلَيْهِمْ تُرَاقِبَ اَحْوَالَهُمْ تُشَاهِدُ اَعْمَالَهُمْ-

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ওই সমস্ত ব্যক্তির উপর شاهد (সাক্ষী) বানিয়ে প্রেরণ করেছি, যাদের অবস্থাদি ও কার্যাদি আপনি প্রত্যক্ষ করেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে নিম্নোক্ত পংক্তিখানা বর্ণনা করেছেন-

در نظر بودش مقامات العباد-زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد

অর্থাৎ ঃ বান্দার সব কিছু তাঁর দৃষ্টির সামনে, ফলে আল্লাহ্ তাঁর নাম 'শাহেদ' রেখেছেন।

ফরমানে রেসালত

'মুসনাদে ইমাম আহমদ'-এ স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একখানা হাদীস شاهد (শাহিদ) শব্দের ওই অর্থের প্রতি ইঙ্গিতবহ, যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। যেমন: اَلشَّاهِدُ يَرَى مَالَايَرَى الْغَائِبُ উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখে অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখেনা। উপরোক্ত সমস্ত বিশ্লেষণ দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায়ে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির।

জ্ঞাতব্য যে, প্রত্যেক সাক্ষ্যদাতা নিজ নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদানুযায়ী তার সংশ্লিষ্ট স্থানে হাযির-নাযির হয়ে থাকে। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সমস্ত উম্মত তথা সমগ্র সৃষ্ট জগতের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, সেহেতু সমগ্র উম্মত ও সৃষ্ট জগতের জন্য তিনি হাযির-নাযির ও শাহেদ।

আয়াত-৪

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ-

তরজমা: আমি আপনাকে সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।

[সূরা আম্বিয়া: আয়াত-১০৭]

এ আয়াতে সর্বনিয়ন্তা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হাবীবে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' আখ্যা দিয়েছেন।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আল্লামা ইসমাঈল হক্কক্বী লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রহমত সমগ্র বিশ্বজগত পরিব্যাপ্ত, ধরাকীর্ণ এবং ব্যাপক। [তাফসীরে রূহুল বয়ান: ৫ম খণ্ড, পৃ.৫২৮]

আল্লামা ইয়ূসুফ নাবহানী সূফীকুল সম্রাট শায়খ আবদুল করীম জীলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর (প্রিয়নবী) মহান রহমত সমগ্র সৃষ্টির প্রতি ব্যাপক।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান, رَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ অর্থাৎ আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত। এ প্রসঙ্গে এ বাণীও প্রমাণবহ। অর্থাৎ সমস্ত বস্তু তাঁর রহমতের বৃত্তরেখা এবং প্রশস্ততার আওতাভুক্ত, তিনি হচ্ছেন সমগ্র জাহানের প্রাণ। বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামও এ মাসআলার ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছেন। [জওয়াহেরুল বেহার: পৃ. ২৪৫/২৬৫] সুতরাং প্রতীয়মান হলো যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর রহমতের মুখাপেক্ষী। তিনি সমগ্র জাহানের প্রাণ, সকলের জন্যে তিনি হাযির-নাযির। সমগ্র বিশ্বে তাঁর শান-শওকত বিদ্যমান। বিশ্বের সকল বস্তু তাঁরই দয়ার সাগরে নিমজ্জিত।

ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ-

(তা আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।)

আয়াত-৫

اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-

তরজমা: নবী মু'মিনদের, তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর নিকটে।

[সূরা আহযাব: আয়াত-৬]

উক্ত আয়াতে ঈমানদারের সাথে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন নৈকট্য ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, যার উপর না অন্য কোন নৈকট্যের ধারণা করা যায়, না কোন একাত্মতার কথা কল্পনা করা হয়। যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মু'মিনদের এত নিকটে, তখন এত নিকটে অবস্থানকারী নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হাযির-নাযির হওয়ার ব্যাপারে আর কি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে?

তাফসীরে খাযিন, মা'আলিমুত্তান্যীল ও তাফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত বাণীর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে-

"কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাছে আমি অপরাপর সকল মানুষ থেকে অত্যোধিক নিকটবর্তী। যদি তার (প্রমাণ) চাও তবে -اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ আয়াতটি পাঠ কর।" অন্যত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِىْ اَلْمُتَّقِيْنَ مَنْ كَانُوْا حَيْثُ كَانُوْا

অর্থাৎ মানুষের মধ্যেকার খোদাভীরু ব্যক্তিরাই আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী, সে যে-ই হোক বা যেখানে থাকুক। [মিশকাত:২৬৩ পৃষ্ঠা]

ওহাবীদের প্রাণকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলভী ক্বাসেম নানূতবী লিখেছেন, "আয়াতাংশের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়- উম্মতের সাথে রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর এতই গভীর নৈকট্য ও একাত্মতা রয়েছে, যা তাদের সাথে তাদের আত্মারও নেই।" [তাহ্যীরুন নাস]

দেওবন্দী শীর্ষস্থানীয় মৌলভী আশরাফ আলী থানভী লিখেছেন-

"স্বাগতম হে মুজতবা, হে মুরতাদ্বা, (আল্লাহর পছন্দনীয় ও চয়নকৃত রসূল!) আপনি যদি দূরে চলে যান তবে মৃত্যু এসে যাবে এবং আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।" [হায়াতুল মুসলিমীন: পৃষ্ঠা ৫]

সুতরাং উক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদের থেকে অদৃশ্য এবং দূরে নন; বরঞ্চ তিনি হাযির এবং নিকটবর্তী।

একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

আল্লাহর একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত বুযুর্গ স্বীয় 'পাস' নামক শহর অতিক্রম করে হুযূরে পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র রওযায় উপস্থিত হয়ে আরয করলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এখন থেকে পুনরায় 'পাসে' চলে যাবার উদ্দেশ্যে আসিনি; বরঞ্চ যদি আপনার অনুমতি পাই তবে এখানেই থেকে যাবো।" তখন রওযায়ে পাক হতে উত্তর আসল, "যদি আমি এ কবরের মধ্যে সীমিত থাকতাম, তবে তোমাদের মধ্য হতে যে এখানে আসতো সে-ই এখানে থেকে যেতো; অথচ كُنْتُ مَعَ اُمَّتِىْ حَيْثُمَا كَانَتْ অর্থাৎ 'আমার উম্মত যেখানেই থাকুক না কেন আমি তার সাথেই আছি।' সুতরাং তুমি পুনরায় ফিরে যাও।

[আল্ ইবরীজ: ২২৪ পৃষ্ঠা]

হাদীস শরীফের আলোকে

এতক্ষণ হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হাযির-নাযির হওয়ার বিষয়টি পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। এখন বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের বরাতে বিশুদ্ধতম হাদীসসমূহ উপস্থাপন করছি, যেগুলো দ্বারা বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবেঃ

হাদীস-১

اِنِّی اَرٰی مَا لَاتَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ اِلَی قوله لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَااَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا-

অর্থাৎ: নিশ্চয় আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুন না। এর দ্বারা মহান এ বাণীর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, আর তা হলো যা পূর্বে ব্যক্ত হয়েছে اَلشَّاهِدُ يَرٰى مَالَا يَرَى الْغَائِبُ অর্থাৎ উপস্থিত ব্যক্তি তা দেখে, যা অনুপস্থিত ব্যক্তি দেখেনা। [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও মিশকাত: ৪৫৭ পৃষ্ঠা]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলে পাকের সামনে না কোন অন্তরাল আছে, না কোন বস্তু তাঁর নিকট থেকে দূরে বা গোপন আছে; বরঞ্চ সমস্ত বস্তুই তাঁর গোচরীভুত (দৃষ্ট) ও শ্রুত।

হাদীস-২

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমি তোমাদের সাক্ষ্যদাতা এবং হাউযে কাউসার তোমাদের জন্যে অবধারিত ও প্রতিশ্রুত। তিনি আরো বলেন-

اِنِّیْ وَاللهِ لَاَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاَنَا فِیْ مَقَامِیْ هٰذَا

অর্থাৎ আল্লাহরই ক্বসম! নিশ্চয়ই আমি এ স্থান হতে হাউযে কাউসার প্রতিনিয়ত অবলোকন করছি। [বোখারী শরীফ: ২য় খণ্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা, মিশকাত ৫৪৭ পৃষ্ঠা]

সুবহানাল্লাহ্! সপ্ত আসমানের ঊর্ধ্বে হাউযে কাউসারের উপর যে নবীর দৃষ্টি রয়েছে এ যমীনের কোন্ জিনিস বা স্থান তাঁর থেকে দূরে থাকতে পারে?

হাদীস-৩

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-

مَنْ رَاٰنِیْ فِیْ الْمَنَامِ فَسَيَرَانِیْ فِیْ الْيَقْظَةِ-

অর্থাৎ 'যে আমাকে স্বপ্নযোগে দেখেছে নিশ্চয় সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে।' [বোখারী, মুসলিম, মিশকাত-কিতাবুর রু'ইয়া: পৃ. ৩৯৪]

বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত হায়াত নিয়ে জীবিত এবং পৃথিবীর যে কোন স্থানে চান সেখানে গিয়ে স্বীয় আশেক্বদেরকে নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থায় দর্শন দিয়ে ধন্য করতে পারেন। বর্ণিত আছে যে, আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি পঁচাত্তর বার জাগ্রতাবস্থায় প্রিয়নবীর দীদার লাভ করেছেন।

হাদীস-৪

সম্মানিত মুহাদ্দেসীনে কেরাম, তাবরানী মু'জামে কবীর, ন'ঈম ইবনে হাম্মাদ কিতাবুল ফিতান এবং আবূ নু'আয়ম হুলইয়াতুল আওলিয়ার মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সমগ্র সৃষ্টিজগত আমার সম্মুখে (এমনভাবে) পেশ করেছেন যে, এতে আমি দুনিয়া এবং ক্বিয়ামত অবধি যা কিছু হবে সবকিছু এমনভাবে দেখেছি كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّیْ هٰذِهٖ অর্থাৎ যেমন আমি আমার দুই হাতের তালু দেখতে পাচ্ছি।

[যারক্বানী: ৭ম খণ্ড, খাসা-ইসে কুবরা: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০০, রূহুল বয়ান: ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০১]

হাদীস-৫

বোখারী, মুসলিম, মিশকাত ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযের মাঝে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার যে একক নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন তা এরূপ যে, صيغه خطاب (সম্বোধনসূচক শব্দ) দ্বারা এরূপ বলতে হবে -

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ-

এখানে হযরত عليك মধ্যম পুরুষ সর্বনাম দ্বারা সালাম দিতে হবে, যা দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়।

এখানে আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কতিপয় আরিফ বান্দা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সম্বোধন সূচক শব্দ দ্বারা সালাম করার কারণ এ যে, হাক্বীক্বতে মুহাম্মদিয়া সকল বস্তুতে বিরাজমান। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু

তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বস্তু জগতে সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। সুতরাং তিনি সকল নামাযীর নিকট হাযির ও শাহিদ এবং তার ব্যক্তি সত্তায় বিরাজমান। প্রত্যেক নামাযীকে এ বিষয়টি ভালভাবে অবহিত হওয়া জরুরী।

[আশি'আতুল লুম'আত: ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাশিয়ায়ে আখবারুল আখইয়ার: ৩১৬ পৃষ্ঠা]

তাক্বলীদের বিরূদ্ধবাদী ওহাবীদের ইমাম নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খাঁন ভূপালী উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করার পর 'মিস্কুল খিতাম' (مسك الختام) নামক গ্রন্থের ২৪৪ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত পংক্তিখানা লিখেছেন-

در راہ عشق مرحلہ قرب وبُعد نیست - می بینمت عیاں ودعامی فرستمت

অর্থাৎ ইশক্বের পথে নিকট ও দূরের কোন সোপান নেই। আমি তোমাকে প্রকাশ্যে দেখতে পাচ্ছি এবং তোমার অনুকূলে আমার শুভ কামনা প্রেরণ করছি।

হাদীস-৬

হাদীস ও জীবন চরিতমূলক গ্রন্থের আলোকে প্রত্যেক মুসলমান জানেন যে, মি'রাজের রাত্রিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আক্বসার মধ্যে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের ইমামতি করেছিলেন এবং এরপরে সাতটি আসমানে বিভিন্ন নবী আলায়হিমুস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন; অথচ তাঁরা নিজ নিজ কবরেও অবস্থান করেছিলেন। শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হতে ইমাম শা'রানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে, মি'রাজের হাদীস শরীফ দ্বারা একই সময়ে একই সত্তার একাধিক স্থানে উপস্থিত হওয়া প্রমাণিত হয়।

আল্লামা ইউসুফ নাবহানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি শায়খ আলী হালাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হতে বর্ণনা করেন যে, অন্যান্য নবীগণের ব্যাপারে যখন একই সময়ে একাধিক স্থানে উপস্থিত হওয়া সত্য প্রমাণিত হলো, তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে একই সময়ে প্রত্যেক স্থানে হাযির-নাযির হওয়া সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

[কিতাবুল ইয়াওয়াক্বীত: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬,
জাওয়াহেরুল বিহার: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৪]

হাদীস-৭

বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে সমাধিস্থ করা হবে তখনই দু'জন ফেরেশতা (মুনকার ও নকীর) তার কাছে এসে তাকে বসিয়ে

(মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ইশারা করে বলবেন-مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِى هٰذَا الرَّجُلِ অর্থাৎ ওই সত্তা (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তুমি কি বলতে? এখানে هذا ইঙ্গিত বাচক পদটি রাসূলুল্লাহ্ বান্দার কবরে হাযির-নাযির ও নিকটবর্তী হবার প্রমাণবহ।

শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস বিশারদ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতে উদগ্রীব ও উৎসর্গী কৃতপ্রাণ আশেক্বদের জন্যে শুভ সংবাদ রয়েছে। [লুম'আত: পৃষ্ঠা-১২৪]

বলা বাহুল্য, এতে আশ্চর্য হওয়ার বা একে অস্বীকার করার জো নেই। কারণ যে ক্ষেত্রে মালাকুল মওত ও মুনকার-নকীরের একই সময়ে একাধিক মৃতের কবরে হাযির হওয়াতে না কোন প্রকার শিরকের প্রশ্ন আসে, না তাতে কোন তা'ভীল বা ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ এবং সবার উর্ধ্বে যাঁর শান, তাঁর জন্যে একই সময়ে প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক কবরে হাযির-নাযির হওয়াতে শিরক অথবা তা'ভীল করার প্রশ্ন আসবে কেন? তবে কি তাঁদের তুলনায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে কামালিয়াতের ঘাটতি আছে? মোটেই নেই বরং যেখানে ফেরেশতাদের ক্ষমতা হয়েছে, সেখানে প্রিয়নবীর ক্ষমতা আরো বেশী রয়েছে; অথচ যেখানে প্রিয়নবীর রসায়ী (ক্ষমতা) হয়েছে, সেখানে ফেরেশতাদের পৌঁছানো আদৌ সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে শীর্ষতম ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর অবিস্মরণীয় নিম্নোক্ত উক্তিটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য-

اگرایک سر موئے برترپرم - فروغ تجلی بسوزدپرم

অর্থাৎ যদি আমি এক চুল বরাবরও উপরের দিকে অগ্রসর হই, তবে আমার ডানা পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

আরিফ বিল্লাহ্ আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, মদীনাওয়ালা নবী এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আওলিয়ায়ে কেরাম যথাক্রমে আপন আপন উম্মত ও ভক্ত-অনুরক্ত এবং অনুসারী-মুরীদের বিপদে-আপদে সাহায্য করেন, মৃত্যুকালে ও মুনকার-নকীরের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকালে তাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন এবং মদদ করেন, সবশেষে ক্বিয়ামতের দিনে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। অন্যান্য সম্মানিত নবীগণ ও আওলিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রে

এরূপ হলে সরকারে মদীনা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে কি হবে, তা আর বলার অপেক্ষাই রাখে না। হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর রাজ্য ও রাজত্ব তো আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে অতি বৃহৎ এবং সুদুর প্রসারী। [আল্ মীযানুল কুবরা: পৃষ্ঠা-৫৩]

হাদীস-৮

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِذَادَخَلَتِ الشَّوْكَةُ فِىْ رِجْلِ اَحَدِكُمْ اَجِدُ اَلَمَهَا

অর্থাৎ তোমাদের কারো পায়ে যখন কাঁটা বিদ্ধ হয়, তখন আমি এর ব্যথা অনুভব করি। [জাওয়াহেরুল বেহার: ৩য় খণ্ড, ১০৪৭পৃষ্ঠা]

বলা বাহুল্য যে, অনুভূতি রূহের উপর নির্ভরশীল, রূহবিহীন কায়া অনুভূতিশূন্য। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মু'মিনের জন্যে তাদের রূহতুল্য। প্রত্যেক মু'মিনের সাথে তাঁর এমন ঘনিষ্টতা ও একাত্মতার সম্পর্ক রয়েছে, যেমনটি দেহের সাথে রূহের। সে কারণেই তিনি তাদের বিষাদ-বেদনা অনুভব করেন।

হাদীস- ৯ ও ১০

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে রক্তের বোতল হাতে ধূলা মলিন অবস্থায় দেখতে পেলাম, অতঃপর আমি আরয করলাম, "আমার মা-বাবা আপনার উপর ক্বোরবান হোক, এটা কি?" উত্তরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "এ হচ্ছে হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সহযোদ্ধাদের রক্তধারা- যা আমি আজ একত্রিত করেছি।" ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, যখন আমি যাচাই করে দেখতে পেলাম ওই সময়টিই ছিলো কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনার বিভীষিকাময় মুহূর্ত।

অনুরূপ, হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা স্বপ্নযোগে রাসূলে পাককে ধূলা মিশ্রিত অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রতি উত্তরে বলেন, شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ اٰنِفًا সবেমাত্র আমি আমার প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাহাদাত স্থলে হাযির ছিলাম।

[বায়হাক্বী, তিরমিযী, মিশকাত: পৃষ্ঠা ৫৭০-৫৭২]

প্রকৃত রহস্য এ যে, সরকারে দু'আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সংঘটিত সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত এবং স্বয়ং তথাকার প্রত্যক্ষদর্শী।

হাদীস-১১

মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র যমীনকে আমার সম্মুখে হাতের তালুর ন্যায় একত্রিত করে দিয়েছেন এবং এতে আমি পূর্ব পশ্চিম সব কিছু দেখতে পেয়েছি।

[মুসলিম, মিশকাত শরীফ: ৫০২ পৃষ্ঠা]

হাদীস-১২

যখন কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীকে কোন প্রকার দুঃখ বা যন্ত্রণা দেয়, তখন বেহেশতে ওই ব্যক্তির হুর উক্ত স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে, "আল্লাহ্ তোমাকে লা'নত করুন! তিনিতো (এ স্বামী) তোমার কাছে স্বল্প কয়েকদিনের মেহমান ও নিকটাত্মীয় স্বরূপ; অতঃপর তিনি আমার নিকট চলে আসবেন।"

[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত: ২৮১ পৃষ্ঠা]

মিশকাত শরীফের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, হাদীস ও স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর উপর ফেরেশতার লা'নত সম্বলিত হাদীস দ্বারা এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়াবাসীর কৃতকর্ম সম্বন্ধে বেহেশতের হুর, গেলমান এবং ফেরেশতারাও অবগত আছেন। [মেশকাত ৩য় খণ্ড, ৪৬৭ পৃ.]

হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গোলামদের বেহেশতী সাথী হুরদের যদি এ অবস্থা হয় যে, পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে তার ইহলৌকিক স্ত্রীর সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, সেখানে তাঁর হাযির-নাযির হওয়াতে কোন প্রকারের সন্দেহ এবং শির্ক বলার অবকাশ থাকতে পারে না।

সর্বজন স্বীকৃত সিদ্ধান্ত

বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা শায়খ আবদুল হক্ব মোহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন যে, ফুরূ'ঈ তথা বিভিন্ন অনুমিত মাসআলাসমূহে যদিও ওলামায়ে উম্মতের মত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, সরকারে দু'আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হায়াতে হাক্বীক্বী নিয়েই জীবিত। এতে না আছে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ, না কোনরূপ তা'ভীলের স্থান এবং তিনি উম্মতের আমলের উপর

হাযির-নাযির এবং সত্যানুসন্ধিৎসুকে যেমনি পথ নির্দেশনা দেন তেমনি তাঁর দ্বারস্থ সকলকে তিনি ফয়য বিতরণ করে থাকেন।

[রেসালায়ে আক্বরাবুস্ সুবুল হাশিয়ায়ে আখবারুল আখইয়ার পৃষ্ঠা ১৫৫]

ইমাম সূয়ূতী ও শেখ আলী হালবী রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা হাযির-নাযির বিষয়টির উপর স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।*

প্রতিপক্ষের স্বীকৃতি

দেওবন্দী এবং ওহাবীদের বিশিষ্ট নেতা মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং মৌলভী হোসাইন আহমদ মাদানী লিখেছেন, মুরীদ যেন একথা দৃঢ়তার সাথে জেনে রাখে যে, পীরের রূহ শুধুমাত্র একটি স্থানে আবদ্ধ নয়। এজন্যে মুরীদ কাছে থাকুক বা দূরে থাকুক, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুরীদ পীর হতে দূরে হলেও সে তাঁর রূহানিয়াত থেকে দূরে নয়।[এমদাদুস্সুলূক: পৃষ্ঠা ২৪, ও শিহাবুস্সাক্বিব: পৃষ্ঠা ৬১]

আল্লাহু আকবর! যখন নজদী ও দেওবন্দীরা নিজ নিজ ধারণামতে পীর সাহেবের রূহ হতে দূরে নয়, সেখানে আহলে ইসলাম কিভাবে স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর রূহানিয়্যাত, নূরানিয়্যাত এবং তাঁর রহমত এবং কৃপাদৃষ্টি থেকে দূরে হবেন? কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঈমান এবং ইসলাম পূর্বশর্ত।

دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

অর্থাৎ যার চক্ষু দৃষ্টিহীন, সে কোন বস্তুকে কি ভাবে দেখবে?

---o---

* সম্প্রতি, আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নানও 'হাযির-নাযির' শিরোনামে একটি প্রামাণ্য পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, যা আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ প্রকাশ করেছে ও সুলভে পাওয়া যাচ্ছে।

হুযূর পুরনূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র হায়াত ও শ্রবনশক্তি

মূল: আল্লামা আলহাজ্ব আবু দাউদ মুহাম্মদ সাদেক্ব রেযভী
ভাষান্তর: মাওলানা মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী মাসআলা-মাসা-ইলের মধ্যে হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বিষয়ক মাসআলাটি অন্যতম। দেওবন্দী ও নজদীদের ইমাম মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী হায়াতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে হাদীসের নিতান্ত অবাস্তব ও মনগড়া অনুবাদ করে বলেন, হুযূর-ই আক্রাম নাকি বলেছেন, "আমিও একদিন মরে মাটির সাথে একাকার হায়ে যাব।" [তাক্বভিয়াতুল ঈমান] বাতিলদের পুরোধা মৌলভী ইসমাঈলের এ অশালীন ও ভুল অনুবাদ হতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, তার মতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) শুধু মৃতই নন; বরং মাটির সাথে মিশেও গেছেন। না'ঊযুবিল্লাহি মিন যা-লিকা।

'হায়াতুন্নবী' অস্বীকারকারীদের বক্তব্য

'তক্বভিয়াতুল ঈমান' রচয়িতার সহচর দেওবন্দ মাদ্রাসার সাবেক প্রধান মৌলভী হুসাইন আহমদ মাদানী স্বীকার করেন যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী ও তার অনুসারীরা এটাই বিশ্বাস করে যে, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হায়াত শুধু ওই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত, যতদিন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও অপরাপর সাধারণ মু'মিনের মধ্যে মৃত্যুর ব্যাপারে কোন তারতম্য নেই, সকলেই সমান।' কিন্তু কিছু সংখ্যক ওহাবী ইন্তেকালের পর মহানবীর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য আত্মাহীন শরীর মোবারক সংরক্ষণের পক্ষপাতি। ওহাবীদের বিশ্বাস-মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর আমাদের উপর তাঁর কোন হক কিংবা ইহসান নেই। এজন্যই তারা নবীর নামের ওসীলা নিয়ে দো'আ করাকে নাজায়েয মনে করে। তাদের পুরোধাগণ অত্যন্ত গর্হিত উক্তি করে বলেন, "আমার হাতের এই

লাঠিটিও সরওয়ারে কায়েনাতের স্বত্তা হতে বেশী উপকার করতে সক্ষম।" (না'ঊযুবিল্লাহ্!) [শেহাবুস্ সাক্বেব: পৃষ্ঠা ৪৫-৪৮]

হায়াতুন্নবী সম্পর্কে আহলে হক্বের অভিমত

বাতিলদের ভ্রান্ত আক্বিদা ও বিশ্বাসের বিপরীতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত-এর সঠিক আক্বীদা হল- ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালাম প্রতিশ্রুত ইন্তেকালের পর পুনরায় জীবনপ্রাপ্ত। ইমামে আহলে সুন্নাত আশেক্বে রাসূল আহমদ রেযা বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর এক কবিতায় উক্ত বিশ্বাসকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন-

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ مگر ایسی کہ فقط آنی ہے
پھر اسی آن کے بعد حیات۔ مثل سابق وہی جسمانی ہے

অর্থাৎ - নবীগণের নিকটও মৃত্যু (ওফাত) আসে, কিন্তু তা শুধু অল্পক্ষণের জন্য। অতঃপর নবীগণ ওফাত শরীফের পর পুনরায় পূর্বের ন্যায় সশরীরে জীবিত থাকেন।

আ'লা হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে নিম্নোক্ত পংক্তিটি নিবেদন করেন-

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ مرے چشم عالم سے چھپ جانے والے

অর্থাৎ - ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চয় আপনি জীবিত, আল্লাহর নামের শপথ, আপনি জীবিত। শুধু আমাদের যাহেরী দৃষ্টিশক্তি থেকেই লুক্কায়িত রয়েছেন। [হাদা-ইক্বে বখশিশ]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দলীলসমূহ

কলেমা ও আযান

মুসলমানদের কলেমা তৈয়্যবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।" এরূপ মুয়ায্যিন দৈনিক পাঁচবার আযান দিয়ে যাচ্ছেন- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল। কলেমা ও আযানে "মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল" এই বাক্য ইংগিত করছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হায়াতুন্নবী। যদি তাঁকে হায়াতুন্নবী স্বীকার করা না হয়, তবে কলেমা ও আযানের গুরুত্ব কোথায়।

যারা মুখে কলেমা ও আযান পড়ে অথচ হায়াতুন্নবী স্বীকার করে না তাদের দুমুখো আচরণ মুনাফেক্বী বা অন্তরের কপটতার পরিচায়ক। হযরত শাহ্ আহমদ রেযা বেরলভী নিম্নের পংক্তিতে বর্ণনা করেন-

ذِئَابٌ فی ثیابِ لب پہ کلمہ دل میں گستاخی
سلام اسلام ملحد کو یہ تسلیم ز بانی ہے

অর্থাৎ মুখে কলেমা আর অন্তরে প্রিয় নবীর প্রতি বেয়াদবী, এটা আসলে কাপড়ের ভিতরে বাঘ রাখার মত। নবীর শানে কটুক্তিকারীদের ইসলাম (মুনাফিক্বদের ন্যায়) শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি মাত্র। (এ ধরনের ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয়।)

ক্বোরআন হতে হায়াতুন্নবীর প্রমাণ

আয়াত-১

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

তরজমা: মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) (সদা সর্বদা) আল্লাহ্র রসূল আর যাঁরা তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁরা কাফিরদের উপর খুবই কঠোর। [সূরা ফাতহ্ : আয়াত-২৯]

আযান ও কলেমা যেরূপ হায়াতুন্নবীর উপর স্পষ্ট প্রমাণ, তদ্রূপ ক্বোরআন মজীদের বহু আয়াত হায়াতুন্নবীর সুস্পষ্ট দলীল। সঠিক অর্থে যদি রেসালত ও খতমে নুবূয়তের উপর ঈমান থাকে, তাহলে কখনও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হায়াতকে অস্বীকার করা যায় না।[১]

---

১. যেহেতু হুযূর পুরনূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কে যদি হায়াতুন্নবী (সশরীরে জীবিত) বিশ্বাস করা না হয়, তবে কলেমার অর্থ করতে হবে এভাবে- আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল ছিলেন। এই ধারণা মতে কলেমা ও আযানকেও পরিবর্তন করে দিতে হবে।

আয়াত-২

وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ ۝

তরজমা: আর যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে মৃত ধারণা করো না; বরং তাঁরা জীবিত, প্রতিপালকের নিকট তাঁরা জীবিত কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না। [পারা- ২, রুকু-৩]

আয়াত-৩

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝

তরজমা: আর যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাঁদেরকে মৃত বলোনা, বরং তাঁরা জীবিত, তাদের মহান রবের নিকট তাঁরা জীবিকাপ্রাপ্ত। [পারা-৪, রুকু-৯]

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে যে, যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন তাঁরা জীবিত, মহান রবের নিকট তাঁরা জীবিকাপ্রাপ্ত। প্রত্যেক মুসলিম নরনারী একথা জানেন ও মানেন যে, শহীদগণ জীবিত। ক্বোরআন মজীদে তাঁদেরকে মৃত না বলার জন্য স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। যে নবীর অনুসরণ ও কলেমা পাঠের বদৌলতে শহীদের এরূপ মর্যাদা অর্জিত হল, তাঁকে (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মৃত ও মাটির সাথে মিশ্রিত মনে করা নেহায়ত ক্বোরআনের বিরোধিতা বৈ আর কি?

উল্লেখ্য, নবীগণের হায়াত শহীদের হায়াত অপেক্ষা অনেক উত্তম ও পরিপূর্ণ; যার কারণ শহীদদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও পত্নীদের নতুন বিবাহ বন্ধনের বৈধতা থাকলেও নবীগণের বেলায় তা সম্পূর্ণ নিষেধ। এতে একথাই প্রতিভাত হয় যে, নবীগণের হায়াত শহীদদের হায়াত হতে উন্নততর।

আয়াত-৪

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

তরজমা: এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুল্‌ম করে তখন হে মাহবূব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তবে অবশ্যই আল্লাহকে তারা অত্যন্ত তাওবা ক্ববুলকারী, দয়ালু হিসেবে পাবে। [সূরা নিসা: আয়াত- ৬৪]

এ আয়াতও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হায়াতের উপর সুস্পষ্ট দলীল। কেননা আয়াতে মহানবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে আসার জন্য তাঁর পার্থিব জীবনকে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। মুসলমানগণ এ আয়াতের উপর বিশ্বাস রেখে হুযূর-ই আকরামের রওযা-ই পাকে হাযির হয়ে তাঁর সুপারিশ কামনা করতে পারবে। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি হায়াতুন্নবী।

আয়াত-৫

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ فَلَاتَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ الاية

তরজমা: নিশ্চয় আমি মূসা (আলায়হিস্ সালাম)কে কিতাব দিয়েছি; সুতরাং তুমি তাঁর সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করো না। [সূরা সাজদাহ্: আয়াত-২৩]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মি'রাজের রাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাক্ষাতের কথা এরশাদ করেছেন। তোমরা এতে সন্দেহ করোনা, মি'রাজ এরূপই হয়েছিল। [রুহুল মা'আনী]

আয়াত-৬

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۝

তরজমা: এবং তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করুন যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে রসূল রূপে প্রেরণ করেছি, আমি কি পরম দয়াময় (আল্লাহ্) ব্যতীত অন্য কোন খোদা স্থির করেছি, যেগুলোর উপাসনা করা যায়? [সূরা যুখ্‌রুফ : আয়াত-৪৫]

হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে জোবাইর, যুহ্‌রী ও ইবনে যায়দ প্রমুখ মুফাস্‌সির বলেন, অত্র আয়াত তার স্বীয় অর্থে সঠিক। কেননা, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজ রাতে অপরাপর নবীগণের (আলায়হিমুস্ সালাম) সাথে সাক্ষাত করেন। [রুহুল মা'আনী]

উপরোক্ত আয়াত দু'টি হতে একথা স্পষ্ট হয় যে, নবীগণ পার্থিব জগত থেকে ইন্তিক্বাল করার পরও জীবিত। এ কারণে তাঁদের সাথে সাক্ষাত ও কথোপকথন সম্ভব।

সহীহ হাদীস গ্রন্থ ও তফসীরসমূহে মি'রাজের ঘটনা বিবৃত হয়েছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বায়তুল মোক্বাদ্দাসে অপরাপর নবীগণকে নিয়ে জামা'আত সহকারে নামায আদায় করেছেন, নবীগণের

সম্মেলনে বয়ান, অতঃপর সপ্ত আসমানে নবীগণের অভিবাদন গ্রহণ করেছেন। এও বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর বারংবার অনুরোধের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযকে হ্রাস করিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে এনেছেন।

আয়াত-৭

اِنَّ اللهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ط يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۰

তরজমা: নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ দুরূদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্য বক্তার (নবী) প্রতি, হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করো।

দুরূদ ও সালামের অত্র প্রসিদ্ধ আয়াতটি হায়াতুন্নবীর পক্ষে স্পষ্ট দলীল। আহলে ঈমান, ফেরেশতাগণ ও স্বয়ং রব্বুল আলামীনের, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ তখনই যুক্তিসংগত, যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জীবিত মনে করা হয়। আল্লাহরই পানাহ্! যদি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মৃত ও মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যান, তবে দুরূদ ও সালাম প্রেরণের কোন যৌক্তিকতা থাকেনা। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অসংখ্য হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি দুরূদ ও সালামের বাণী শুনেন এবং জবাব দেন।

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) দুরূদ ও সালাম শ্রবণ করেন

প্রথমত, ইবনে ক্বাইয়্যেম (যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধী) তার প্রসিদ্ধ কিতাব জালাউল আফহামে তাবরানী, তারগীব ও ইবনে মাজার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন, হযরত আবুদ্ দারদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "তোমরা প্রতি জুমাবারে বেশী পরিমাণে দরূদ পড়বে। এটা ইয়াউমে মাশহুদ। অর্থাৎ এদিন অনেক ফেরেশতা উপস্থিত হয়। মনে রেখ, কেউ আমার উপর দুরূদ পড়লে তার আওয়াজ যেখান থেকে হোক না কেন (মাশরিক্ব থেকে হোক কিংবা মাগরিব থেকে হোক) আমার

কাছে পৌঁছে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ইন্তিকালের পরও কি? হুযূর-ই আকরাম বলেন, হ্যাঁ, আমার ওফাতের পরও। নিশ্চয় আল্লাহ্ নবীগণের পবিত্র শরীরকে মাটির উপর গ্রাস করা হারাম করেছেন। [জালাউল আফহাম: পৃষ্ঠা ৭৩]

মিশকাত শরীফে উপরোক্ত হাদীসের পর فَنَبِىُّ اللهِ حَىٌّ يُرْزَقُ অংশটি রয়েছে। অর্থাৎ- "অত"পর আল্লাহর নবী জীবিত, জীবিকাপ্রাপ্ত।" [মিশকাত শরীফ: পৃষ্ঠা ১২১]

দ্বিতীয়ত, একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হলো-যারা আপনার কাছ থেকে দূরে অবস্থান করে (অর্থাৎ অন্যদেশে ও শহরে এবং যারা পৃথিবীতে আপনার পরে আসবে আপনার কাছে তাদের দুরূদের অবস্থা কি? নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

اَسْمَعُ صَلٰوةَ اَهْلِ مُحَبَّتِىْ وَاَعْرِفُهُمْ-

অর্থাৎ- আমার আশেক্বদের দুরূদ আমি শুনি এবং তাদেরকে চিনিও।

[দলা-ইলুল খায়রাত: পৃষ্ঠা ৫২]

তৃতীয়ত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে, সে জাগ্রতাবস্থায় আমাকে দেখবে।

[বোখারী শরীফ: ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১১]

চতুর্থত,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ

অর্থাৎ কোন মুসলমান আমাকে সালাম করলে আল্লাহ্ আমাকে আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের উত্তর দিই।' এটা শুধু মদীনা জিয়ারতকারীর জন্য খাস নয়; যেখান থেকেই সালাম দেওয়া হোক, যখনই পড়া হোক, নবী করীম তার সালামের উত্তর দেন।

[মিশকাত শরীফ: পৃষ্ঠা ৮৬, শরহে শেফা: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৯]

আল্লামা খাফফাজী ও ইবনে আসাকির বলেন, পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ- পড়া হোক না কেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তার জবাব দেন। [নসীমুর রিয়াদ : ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২]

ইমাম সুয়ূত্বী উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে দুরূদ ও সালাম প্রেরণকারী যতই দূরে

অবস্থান করুকনা কেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যক্ষভাবে শুনেন ও জবাব দেন। [আল্‌হাভী: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২]

পঞ্চমত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার জীবদ্দশায় কিংবা ইন্তিক্বালের পর দুরূদ পড়বে; বিশেষত: সোমবার ও জুমাবার। তোমাদের দুরূদ ও সালাম আমি সরাসরি শ্রবণ করে থাকি। اَسْمَعُ مِنْكُمْ بِلَا وَاسِطَةٍ [আনিসুল মজলিস: কৃত ইমাম সূয়ূত্বী]

ষষ্ঠত, হযরত আবূ উমামা বাহেলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার ইন্তিক্বালের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল উম্মতের দুরূদ ও সালাম শুনার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পৃথিবীর সকল কবর আমার সম্মুখে উপস্থাপন করবেন আর আমি আল্লাহর সকল বান্দার আওয়াজ শুনব এবং তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করব।

[দুররাতুন নাসেহীন: আল্লামা উসমান খুবভী, পৃষ্ঠা ২২৫]

সপ্তমত, দেওবন্দী আলিমদের প্রশংসিত মৌলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী তাঁর ফাতাওয়া (কামিল): অধ্যায়-২৩-এ বলেন, প্রমাণ আছে, হযরত ইবনে আব্বাসের এক প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি মায়ের পবিত্র জঠরে থাকতে লওহে মাহফুযে কলম চলার শব্দ ও আরশের নিচে ফেরশতাদের তাসবীহ শুনতাম। (উক্ত ফাতওয়ায় অনেক দেওবন্দীর দস্তখত আছে।)

যে নবী মায়ের পবিত্র জঠরে থাকাবস্থায় লওহ, কলম ও ফেরেশতাদের তাসবীহ্র আওয়াজ শুনতে পান, তাঁর কাছে ভূ-পৃষ্ঠে দূর-দূরান্তর হতে উম্মতের দুরূদ সালাম ও ন'রায়ে রেসালতের সুমধুর আহ্বান শুনতে বাধা কোথায়?

অষ্টমত, হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ ইরশাদ করেন- অধিক ইবাদতের কারণে বান্দাকে আমি মাহবূবে পরিণত করি। তখন আমি তার চোখ, কান হাত হয়ে যাই এবং তার পায়েও আমার বিশেষ ক্ষমতা দিই, যা দ্বারা সে দেখে, শুনে, ধরে ও হাঁটে। [বোখারী : ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯]

ইমাম রাযী এ হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলেন, আল্লাহর জ্যোতি যখন কোন বান্দার কর্ণ হয়ে যায় তখন তিনি তার শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা দূরে ও কাছে সমান শুনেন আর আল্লাহর জ্যোতি যখন কোন বান্দার চোখ হয়ে যায় তখন তার দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা

দূরে কাছে সমান দেখেন। [তাফসীরে কবীর: খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৮৭]

অধিক নফল ইবাদতের কারণে যদি সাধারণ উম্মতের এ অবস্থা হয় যে, তারা দূরে কাছে সমান দেখে ও শুনে, তবে ওই সব মাহবুবান্দার মালিকের কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

নবমত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

اِنِّیْ اَرٰی مَالَاتَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ-

অর্থাৎ : 'নিশ্চয় আমি যা কিছু দেখি তোমরা তা দেখনা, আমি যা কিছু শুনি তোমরা তা শুননা।' [মিশকাত: ৪৫৭]

এরপরও কোন মুসলমানের এ ব্যাপারে সন্দেহ করার যুক্তি কোথায়? আ'লা হযরত এ সম্পর্কে বলেন-

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان - کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ দূর ও নিকটস্থের শব্দ শুনে এমন কান, তিনি হলেন কারামতরূপী মুক্তার খনি; তাঁর প্রতি লাখো সালাম।

দশমত, অস্বীকারকারীদের ইমাম ইবনে ক্বাইয়্যেম ইমাম তাবরানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আম্মার! আল্লাহর এমন এক ফেরেশতা আছে, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার শক্তি দেয়া হয়েছে। আমার ইন্তিকালের পর ওই ফেরেশতা আমার কবরের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। যে উম্মতই আমার উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করবে, ওই ফেরেশতা তার নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করে বলবে, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! অমুক উম্মত আপনার উপর দুরূদ প্রেরণ করেছে আর আল্লাহ্ তাকে এ দুরূদের পরিবর্তে দশটি বিশেষ রহমত দান করবেন।

[জালাউল আফহাম: পৃষ্ঠা ৬০]

ইমাম সুয়ূত্বী ও ইমাম বোখারী রচিত 'আত-তারীখ'-এর বরাত দিয়ে (ফেরেশতার) উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। [আল্ হাভী: পৃষ্ঠা ১৪৮, খণ্ড ২]

এখানে গভীরভাবে অনুধাবনের বিষয় এ যে, নবীর দরবারের খাদিম ফেরেশতা সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনেন ও তাদেরকে চিনেন, এতে শিরক কুফরের প্রশ্ন আসেনা। অতএব, যাঁর ওসীলায় ফেরেশতার মধ্যে এ উপযুক্ততা এসেছে, তিনি দুরূদ ও সালাম শুনলে এবং প্রত্যেক উম্মতকে চিনলে অসুবিধা কোথায়?

چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی

یہ حال ہے خدمت گاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا-

অর্থাৎ 'ইচ্ছা করলে আপন ইশারায় বিশ্বের কায়াই পাল্টে দেন'-এ অবস্থা যদি খিদমতগারদের হয়; তাহলে সরদারের (মুনিব) অবস্থা কেমন হবে?

একাদশত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জানাযা সাধারণ পরলোকগতদের ন্যায় ইমামের পিছনে সম্পন্ন হয়নি এবং তাতে - اَللّٰهُمَّ اِغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ও বলা হয়নি; বরঞ্চ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পার্থিব হায়াতের ন্যায় এখনো তোমাদের ইমাম।" আর এ জন্যই সাহাবীগণ পর্যায়ক্রমে দলে দলে তাঁর দরবারে এসে সম্বোধন বাক্যে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

দেখুন! হায়াতুন্নবীর জানাযায় সাধারণ মৃতদের ন্যায় কোন আমল করা হয়নি; বরং সাহাবীগণ ইন্তিকালের পরও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে ইমাম জেনে হাযিরা দেন এবং সম্বোধন বাক্যে দুরূদ ও সালাম পেশ করেন। সাহাবীদের আক্বীদা-বিশ্বাস হায়াতুন্নবীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন:

দ্বাদশত, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর উপদেশ

হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্তিম শয্যায় সহচর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার ইন্তিক্বালের পর নামাযে জানাযা শেষ করে আমাকে রওযা পাকে নিয়ে যাবে এবং اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ বলে নিবেদন করবে যে, আবূ বকর আপনার কাছে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছে। অতঃপর যদি রওযা পাকের দরজা খুলে যায়, তবে আমাকে রওযা পাকে সমাধিস্থ করবে; অন্যথায় জান্নাতুল বক্বী'তে দাফন করবে। অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের ইন্তিক্বালের পর সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে তাঁর এ নিবেদন পূরণ করলেন এবং রওযা পাকের দরজা খুলে যায় আর আওয়াজ আসে, "তোমরা মাহবুবকে মাহবুবের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।"

[এ ঐতিহাসিক ঘটনা ১. ইমাম সূয়ূত্বী - খাসাইসে কুবরা ৩য় খণ্ড, ২. মোল্লা জামীর শাওয়াহিদুন নুবূয়ত ২৪১ পৃষ্ঠা, ৩. ইমাম রাযী- তাফসীর-ই কবীর, খণ্ড ২১, পৃষ্ঠা ৮৭, ৪. আল্লামা সফুরীর নুযহাতুল মাজালিস ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০, ৫. আল্লামা আলী হালবীর সীরাতে হালবিয়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৮, ৬. আশারফ আলী থানভী দেওবন্দীর জামালুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ২৯, এবং ৭. নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসানের 'তাকরীমুল মু'মিনীন, পৃষ্ঠা ৩৭, গ্রন্থে বর্ণনা করেন।]

ত্রয়োদশত, অনাবৃষ্টি

উপরোক্ত ঘটনার ন্যায় হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত আমলে অনাবৃষ্টির কারণে হযরত বেলাল মাযানী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র রওযা পাকে এসে নিবেদন করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উম্মতের ধ্বংসের আশংকা করা হচ্ছে। অতএব, আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দো'আ করুন। বুঝা গেল যে, (সাহাবীগণ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হায়াতুন্নবী ও ইন্তিকালের পরও উপকার করতে পারেন বলে বিশ্বাস করতেন।) [ফাতহুল বারী]

হায়াতুন্নবীর উপর উপরোক্ত দলীলাদির পরও হুযূর-ই আকরাম-এর হায়ত মুবারককে অস্বীকার করা মুনাফেক্বী ও রিসালতের বিরোধিতা ছাড়া কিছুই নয়।

---o---

মুসলিম মিল্লাতের উজ্জ্বল প্রদীপ
ইমাম আ'যম আবূ হানীফা
[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]
ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব

মূলঃ আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রেযাউল মোস্তফা আল-কাদেরী
ভাষান্তরঃ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রেজভী

[মুসলিম জগতের অনন্য প্রতিভা বিশ্বখ্যাত মুজতাহিদ, গবেষক, হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক, ইসলামী ফিক্বহ্ শাস্ত্রের আবিস্কারক বা উদ্ভাবক, হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কীর্তিময় জীবনের উপর বাংলা ভাষাভাষীদের জ্ঞাতার্থে ভাষান্তরের এ সংক্ষিপ্ত প্রয়াস। আল্লাহ্ পাক এ প্রয়াসকে কবুল করুন। আ-মী-ন]

প্রিয়নবী (ﷺ)'র শুভ সংবাদ

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা প্রিয়নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় প্রিয়নবীর উপর সূরা জুমু'আর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো- ০ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

তরজমাঃ এবং তাদের মধ্য থেকে অন্যান্যদেরকে (পবিত্র করেন এবং জ্ঞান দান করেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

[সূরা জুমু'আহ্: আয়াত-৩, কানযুল ঈমান]

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যখন উক্ত আয়াত পাঠ করলেন, তখন উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে কেউ আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আয়াতে বর্ণিত اٰخَرِيْنَ (অন্যাদের), যারা এখনো আমাদের সাথে মিলিত হয়নি দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? প্রিয়নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দানের ক্ষেত্রে নিরবতা অবলম্বন করলেন। যখন

বারংবার আরয করা হলো, তখন প্রিয়নবী হযরত সালমান ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কাঁধের উপর নিজ হাত মোবারক রেখে এরশাদ করলেন-

لَوْكَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

অর্থাৎ যদি ঈমান সুরাইয়া নামক নক্ষত্রের নিকটেও অবস্থিত হয়, তবু এদের কিছু লোক সেখান থেকেই ঈমানকে নিয়ে আসবে। [বোখারী শরীফ: ২য় খণ্ড, ৭২৭ পৃষ্ঠা]

হাদীসে বর্ণিত 'কিছু লোক' দ্বারা হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

হাদীসের মর্মার্থঃ আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম সূয়ূত্বীর কতিপয় ছাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আমাদের ওস্তাদ (সূয়ূত্বী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) দৃঢ়চিত্তে বলেন, এ হাদীসের সর্ব প্রধান মর্মার্থ বা যথার্থ অর্থ হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। কেননা, তৎকালীন যুগে পারস্য দেশে ফিক্বহ্ শাস্ত্রের জগতে ইমাম আ'যম ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব। তাঁর সমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া তো দূরের কথা সমসাময়িক কালে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর শিষ্যদের সমকক্ষতাও অর্জন করতে পারেনি।

[মানাক্বিবে ইমাম আ'যম কৃত- ইমাম মু'য়া-ফ্ফাক্ব ইবনে আহমদ মক্কী: ১ম খণ্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠা]

প্রিয়নবী (ﷺ)-এর স্বীকৃতি

প্রিয়নবী হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত শুভ সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লামা সূয়ূত্বী কর্তৃক হাদীসের মর্মার্থ ইমাম আ'যম উদ্দেশ্য হওয়ার বর্ণনাটির পক্ষে মাখদূমুল আউলিয়া হযরত দাতা গঞ্জে বখশ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, হযরত ইয়াহিয়া ইবনে মু'আয রাযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখেছি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আমি আপনাকে কেথায় তালাশ করবো? এরশাদ করলেন, "আবূ হানীফার ইল্মের নিকটে।" [কাশ্ফুল মাহযূব: ২১৬]

প্রতিপক্ষ গায়র মুকাল্লিদদের সাক্ষ্য

ওহাবী চিন্তাধারার পথিকৃৎ নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান ভূপালী হানাফী মাযহাবের বিরোধী ও কট্টর সমালোচক হওয়া সত্ত্বেও বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা

রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হুযূর পুরনুর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব প্রতিফলন। [ইত্তিহাফে লেনবলা: ২২৪ পৃষ্ঠা]

জন্ম ও পরিচিতি

ইমামকুলের শিরমণি উম্মতকুলের আলোকবর্তিকা ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা ৮০ হিজরি সনে কূফা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম নো'মান ইবনে সাবেত, উপাধি 'ইমাম-ই আ'যম' এবং উপনাম 'আবূ হানীফা', যার অর্থ হলো 'সত্যদ্বীনের অনুসারী'। এর মর্মার্থ 'বাতিল মতাদর্শ বিমুখ, দ্বীনে হক্ব বা সত্য দ্বীনের একনিষ্ঠ অনুসারী।' এ উপনাম এ অর্থের ভিত্তিতেই গৃহীত। অন্যথায় হানীফা নামের তাঁর কোন সন্তান নেই। তিনি অনারব বংশোদ্ভুত। তাঁর প্রপ্রৌত্র ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ বলেন, "আমরা পারস্যবাসী এবং সব সময় স্বাধীন। আমাদের বংশ পরম্পরায় কখনো কেউ দাস ছিল না।"

[তা-রীখে বাগদাদ: ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬, তাহযীবুত্তাহ্যীব: ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৯, খাইরা-তুল হেসান: পৃষ্ঠা ৭১]

শেরে খোদা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র দরবারে

হযরত ইমাম-ই আ'যমের পৌত্র ইসমাঈল থেকে বর্ণিত যে, তাঁর দাদা নো'মান ইবনে মরযুবান-এর সাথে শেরে খোদা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র গভীর সম্পর্ক ছিল। একদা নো'মান ইবনে মরযুবান হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জন্য হাদিয়া স্বরূপ এক জাতীয় কিছু ফল নিয়ে গেলেন, যা তাঁর খুবই পছন্দ হলো। যখন সাবেত জন্ম নিলেন, তখন তিনি তাঁকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দরবারে নিয়ে গেলেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সাবেত এবং তাঁর পুত্র নো'মানের জন্য দো'আ করলেন। ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ বলেন, "আমরা আশান্বিত হলাম যে, আল্লাহ্ আমাদের জন্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র এ দো'আ ক্ববূল করেছেন।"

[তা-রীখে বাগদাদ: ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬, আল-খাইরাতুল হেসান: পৃষ্ঠা ৪৭]

জ্ঞানার্জন

ইমাম আ'যম বাল্যকালে আবশ্যকীয় দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করার পর ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়লেন। একদা বাণিজ্য উপলক্ষে বাজারে গমন করছিলেন, ঘটনাক্রমে কুফার প্রসিদ্ধ আলিম ইমাম শা'বী নিজস্থান থেকে বাইরে যাচ্ছিলেন। তিনি পথিমধ্যে ইমাম আ'যমকে একজন ছাত্র মনে করে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ? তিনি কোন এক ব্যবসায়ীর নিকট গমনের কথা বললেন। ইমাম শা'বী

বললেন, "তুমি কার নিকট পড়, তাঁর সম্পর্কে জানাই আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল।" তিনি পরিতাপের সাথে উত্তর দিলেন, "কারো নিকট পড়িনা।" ইমাম শা'বী বললেন, "তুমি আলিমদের সান্নিধ্যে বস। আমি আল্লাহর মহান কৃপায় তোমার মধ্যে গভীর প্রজ্ঞা, সুনিপুণ মেধা, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মণিমুক্তা অবলোকন করছি।"

[ওক্বূদুয্ যমান: ৬ষ্ঠ অধ্যায়, মানাক্বিবে ইমাম আ'যম: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬, আল-খাইরাতুল হেসান: ৫৮ পৃষ্ঠা]

সিদ্ধান্তের পরিবর্তন

ইমাম শা'বীর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর মন-মানসিকতার পরিবর্তন হলো এবং তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ও চিন্তাধারা ইল্‌মে দ্বীনের অফুরন্ত জ্ঞান-ভান্ডার অর্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তিনি ইলমুল কালাম তথা আক্বাঈদ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানার্জন করলেন। এ শাস্ত্রে গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি খোদাদ্রোহী, ইসলাম বিদ্বেষী, তাগূতী অপশক্তির স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের অপতৎপরতা কঠোরভাবে দমন করেন এবং দ্বীন-ই মুহাম্মদীর গৌরবোজ্জ্বল পতাকাকে সমুন্নত করেন। মুসলিম মিল্লাতের ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ ও বাতুলতার প্রতিরোধে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন তিনি এবং কিছু দিন পর তাঁর অন্তরে এ ধারণার উদ্রেক হল যে, দ্বীন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম থেকে অধিক জ্ঞানী কে হতে পারে? এতদসত্ত্বেও এ পূতঃপবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ জবরিয়া, ক্বদরিয়ার দোর্দণ্ড তাঁদের বিরোধিতায় প্রতাপের দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরঞ্চ তাঁদের চিন্তাধারা ক্বোরআন-সুন্নাহ্ ও ফিক্বহ্র মাসআলা-মসা-ইলের দিকে সবচেয়ে বেশী ধাবিত ছিলো। এ ধারনায় তিনি এসব বিষয় থেকে বিমুখ হলেন এবং ক্বোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে ইল্‌মে ফিক্বহ্র গবেষণায় মনোবিশে করলেন।

[মনাক্বিবে ইমাম আ'যম: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০, আল্-খারাইতুল হেসান: পৃষ্ঠা ৫৮]

ইল্‌মে ফিক্বহ্ অর্জনে মনোনিবেশ

জবরিয়া, ক্বদরিয়ার স্বরূপ উন্মোচনের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় পাণ্ডিত্য অর্জনের পাশাপাশি বিশেষত: ফিক্বহ শাস্ত্রের বিভিন্ন উদ্ভাবিত সমস্যার শরীয়ত সম্মত সমাধান কল্পে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় ফক্বীহ্ হযরত হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর শরণাপন্ন হন এবং তাঁর শীষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতি অল্প সময়ে খোদা প্রদত্ত অসাধারণ ধীশক্তি ও বিরল পাণ্ডিত্যের নিরিখে তিনি এমন যোগ্যতা ও কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন যে, জ্ঞানাঙ্গনে যাঁর দৃষ্টান্ত

বিরল। প্রাণপ্রিয় শিক্ষাগুরু তাঁর মধ্যে এ অসাধারণ প্রতিভা দেখে তাঁকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করেন। ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে বিভিন্ন জটিল বিষয়াদির এমন সুনিপুণ সমাধান উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়াদির এমন উন্মুক্ত পর্যালোচনা করেছেন, যার বহুমুখী অবদানের নিমিত্ত ইসলামের বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত ও সুরভিত হয়ে উঠে।

ইল্‌মে হাদীস চর্চা

ফক্বীহ্‌কুলের সম্রাট ইসলামী ফিক্বহ্‌ শাস্ত্রের উদ্ভাবক ও আবিস্কারক ইমাম-ই আ'যম যদিও মৌলিকভাবে ফিক্বহ্‌ শাস্ত্রের ময়দানে প্রচুর কাজ করেছেন, যদিও বা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় এ শাস্ত্রের গবেষণা ও পর্যালোচনায় অতিবাহিত করেছেন, তথাপি হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। এক্ষেত্রেও তিনি সার্থক কৃতিত্বের দাবীদার। তিনি শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈগণ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং পূর্ণ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক তা নিজ শিষ্যদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। কতেক সমালোচক ও হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে ইলমে হাদীস শাস্ত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও পূর্ণতা না থাকার অভিযোগ করা তাঁর বিরুদ্ধে নিছক অপপ্রচার বৈ কিছু নয়? তারা বলেছে, 'তাঁর নিকট মাত্র সতেরটি হাদীস জানা ছিল', এটাও অপপ্রচার ছিলো। মূলত: সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মহীয়ান আল্লাহ্‌ তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের জগতেও ওই পূর্ণতা এবং সুমহান মর্যাদা দান করেছেন, যা পর্যালোচনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা নির্বাক ও হতবাক হয়ে যায়। এটাও একমাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুপম নির্দশন যে, তাঁর অসংখ্য বর্ণিত হাদীস, একজনমাত্র বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। যেমন হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ, হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" ইমাম আবূ ইউসুফ ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, "পুণ্যের প্রতি পথপ্রদর্শনকারী পুণ্যকারীর সমতুল্য।"

[তাবয়ীদ্বুস্ সহীফাহ্‌ ফী মানাক্বিবে আবী হানীফা: আল্লামা সূয়ূত্বী প্রণীত]

ইমাম আ'যমের রেওয়ায়ত

ইমাম আ'যমের বিরুদ্ধে হাদীস না জানার অভিযোগকারী অজ্ঞদের একথার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত যে, তিনি ইবাদাত, লেনদেন, পারিবারিক, সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আমদানী নীতি, রপ্তানীনীতি, দণ্ডবিধি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত অসংখ্য বিধান রচনা করেছেন। মূলত: মানব জীবনের কোন দিক বা বিভাগকে তিনি তাঁর বর্ণনা থেকে মুক্ত রাখেন নি। আজ পর্যন্ত কোন জ্ঞানী মহাজ্ঞানী পণ্ডিত তাঁর পেশকৃত কোন আহকাম বা বিধানকে ইসলাম বিরোধী, হাদীস বিরোধী বা শরীয়ত পরিপন্থী প্রমাণ করতে পারেনি। এতে উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তার নিকট হাদীস শাস্ত্রের অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার মওজুদ ছিল। মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাম্মা'আহ্‌ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় রচনাবলীতে সত্তর হাজারেরও অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে স্বীয় কিতাব 'কিতাবুল আসার' প্রণয়ন করেন। মুহাদ্দিস ইবনে আদী (ওফাত ৩৬৫ হি:) বলেন যে, 'আসহাবুর রায়' তথা ফক্বীহগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার পর 'উস্‌দ ইবনে আমর'-এর চেয়ে অধিক হাদীস আর কারো নিকট ছিল না।

[মানাক্বিবে আলী আলক্বারী বেযাইলিল জাওয়াহির: ২য় খণ্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা, লিসানুল মীযান: ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা]

সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈগণের মধ্যে যেসব হযরাতে কেরাম হাদীস শাস্ত্রে ইমামুল হাদীস ও হুজ্জাতুল হাদীস-এর মর্যাদায় সর্বজন স্বীকৃত, তিনি তাঁদের অনেকের সান্নিধ্য অর্জন করেন এবং তাঁদের শিষ্যত্বলাভ করে নিজেকে ধন্য করেন। ওলামায়ে কেরাম তাঁর ওস্তাদের সংখ্যা চার হাজার বলে উল্লেখ করেন।

[মানাক্বিবে ইমাম আ'যম: ১ম খণ্ড,৫৬ পৃষ্ঠা, আল-খাইরাতুল হেসান: ৫৬ পৃষ্ঠা]

ছাত্রবৃন্দ

কতিপয় ঐতিহাসিকের মতানুসারে তাঁর ছাত্র সংখ্যা গণনাতীত। ইসলামী শরীয়তের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার সমান সংখ্যার ছাত্র এবং তাঁর ছাত্রদের সমপর্যায়ের ছাত্র আর কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যোফর প্রমুখ তাঁর ওইসব কৃতিত্বপূর্ণ সুযোগ্য ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও ত্যাগের বিনিময়ে ফিক্বহে হানাফী

বিশ্বব্যাপী প্রচারিত, প্রসারিত এবং যাঁদের ত্যাগের ফলশ্রুতিতে মহান ইমামের প্রচারিত শিক্ষা দিগদিগন্তে সমুন্নত হয়েছে।

[তাহযীবুত্তাহযীব: ১০ম খণ্ড, ৪৪৯, আল-খাইরাতুল হেসান: ৫৮ পৃষ্ঠা]

তাবে'ঈর মর্যাদা লাভ

যারা প্রিয়নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন এক সাহাবীর সাক্ষাৎলাভে ধন্য তাঁরাই তাবে'ঈ নামে অভিহিত। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎও করেছেন। আল্লামা সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেন যে, ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাতজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি।"

[তাব্যীদ্বুস্ সহীফাহ্, কৃত ইমাম সুয়ূত্বী: পৃষ্ঠা ৭-৮]

ইবাদত ও রিয়াযত

আল্লামা যাহাবী বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করা, পূর্ণরাত্রি ইবাদতে নিয়োজিত থাকা মুতাওয়াতির তথা অসংখ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তিনি রাত্রিবেলা খোদাভীতিতে এতবেশী ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তার উপর দয়া পরবশ হয়ে পড়তো। ফদ্বল ইবনে ওয়াকীল বলেন, আমি তাবে'ঈদের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার মতো এত অধিক খোদাভীতি নিয়ে নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি। প্রার্থনাকালে খোদাভীতির কারণে তাঁর চেহারার রং সবুজ আকার ধারণ করতো। পবিত্র রমযানে দিবারাত্রি এক এক খতম ক্বোরআন শরীফ আদায় করতেন, ঈদের দিন পর্যন্ত পূর্ণ বাষট্টি খতম-ই ক্বোরআন আদায় করতেন। ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত সারা রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন, প্রতি রাক'আত এক খতম করে ক্বোরআন আদায় করেছেন, উপরন্তু তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর এশার ওযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

[আল্ খাইরাতুল হেসান: ৮১-৮৩ পৃষ্ঠা]

খোদাভীতি ও ধর্মপরায়ণতা

মক্কী ইবনে ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, "আমি কুফাবাসীদের মধ্যে আবূ হানীফার চাইতে অন্য কাউকে অধিক খোদাভীরু ও ন্যায়পরায়ণ দেখিনি। খোদাভীতির মধ্যে তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। হারাম বস্তু

থেকে এত বেশী পরিমাণে বিরত থাকতেন যে, কখনো কখনো সন্দেহের কারণে অনেক হালাল সম্পদকেও পরিত্যাগ করতেন। তাঁর তাক্বওয়ার পরিপূর্ণতার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি কখনো কোন খলীফা বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। [আল-খাইরাতুল হেসান: ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা]

ফাতওয়া প্রণয়ন

হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর স্বীয় শিক্ষাগুরু হযরত হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর ইন্তিকালের পর পূর্ণরূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন। জ্ঞান, গবেষণা, অধ্যাপনা, ইসলামী শরীয়ার বিভিন্ন জটিল মাসআলাদির সমাধান নিরূপণ, বিশ্লেষণ ও তথ্য উদ্ঘাটন ছাড়াও ফাত্ওয়া প্রণয়নে এতবেশী নিপুণ, দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে, তিনি এ কারণে স্বল্প সময়ে সর্ব সাধারণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।

[আল-খাইরাতুল হেসান-এর সারসংক্ষেপ: ৬২-৬৩]

গবেষণার পদ্ধতি

হযরত ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণিত যে, তিনি যে কোন বিষয়ের হুকুম প্রমাণে সর্বপ্রথম ক্বোরআন মজীদের দ্বারস্থ হতেন, তারপর পবিত্র হাদীস তথা সুন্নাহর দ্বারস্থ হতেন। নতুবা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের উক্তি ক্বোরআন সুন্নাহ্র অতীব কাছাকাছি তাঁদের উক্তি গ্রহণ করতেন। সমস্যা সমাধানে কোন সাহাবীর উক্তি পাওয়া না গেলে ক্বোরআন সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ (ক্বিয়াস) তথা গবেষণা করতেন। নিছক স্বীয় সিদ্ধান্তের আলোকে ফাত্ওয়া দিতেন না। [আল্ খাইরাতুল হেসান: ৬৫]

আল্লাহ্র হাবীবের মহান দরবারে

হযরত ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'-এর রওযা মোবারকে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ

অথাৎ- হে রাসূলগণের সরদার! আপনার উপর সালাম।

রওযা মোবারকে থেকে উত্তর এলো-

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَاإِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ হে মুসলমানদের ইমাম! তোমার উপরও সালাম।

[তাযকিরাতুল আউলিয়া ফার্সী: ১৩১ পৃষ্ঠা]

নবী প্রেমে ইমাম আ'যম

হযরত ইমাম আ'যমের জীবনের প্রতিটি ক্ষণ নবী প্রেমে অতিবাহিত এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনে হক্ব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথিকৃৎ ও মুখপাত্র ছিলেন। তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী অসংখ্য রচনা ছাড়াও তাঁর রচিত ক্বসীদাহ্ তথা কবিতাগুলো এ বাস্তব সত্যের বহিঃপ্রকাশ। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রিয়নবীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধকে খোদাপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত মনে করতেন। এ পর্যায়ে প্রিয়নবীকে ওসীলা হিসেবে বিশ্বাস করতেন। যেমন:

اَنْتَ الَّذِيْ لَمَّا تَوَسَّلَ اٰدَمُ- مِنْ زَلَّةٍ بِكَ فَازَ وَهُوَ اَبَاكَ

অর্থাৎ আপনি ওই রসূল, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম), যখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম স্বীয় পদস্খলেনের কারণে আপনাকে মাধ্যম বা ওসীলা সাব্যস্ত করেছেন, তখন তিনি সফলকাম হয়েছেন, অথচ তিনি আপনার আদি পিতা।

অদ্বিতীয় আহ্বান

وَاللهِ يَايٰس مِثْلُكَ لَمْ يَكُنْ - فِىْ الْعَالَمِيْنَ وَحَقٍّ مَنْ اَنْبَاكَ-

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ ওহে হযরত ইয়াসীন (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনার সমতুল্য সমগ্র বিশ্বে কেউ নেই এবং আমি ওই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

وَشَفَيْتَ ذَالْعَاهَاتِ مِنْ اَمْرَاضِهِ- وَمَلَاتَ كُلَّ الْاَرْضِ مِنْ جَدْوَاكَ

অর্থাৎ আপনি সকল রোগাক্রান্তকে তার ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করেছেন এবং আপনার দান ও বদান্যতার দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে পরিপূর্ণ করেছেন।

اَنَاطَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ - لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ فِىْ الْاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনার দয়া-অনুগ্রহের প্রত্যাশী। আপনি ছাড়া আবূ হানীফার জন্য এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। [শরহে ক্বসীদাতুন নো'মান সার সংক্ষেপ: ৯৩-১১৬ পৃষ্ঠা]

বৈশিষ্ট্যাবলী

হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- শুভ সংবাদ তাদের জন্য, যারা আমাকে দেখেছে এবং আমার সাহাবীদেরকে দেখেছে।

হযরত ইমাম আ'যম ওই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি সাহাবায়ে কেরামের এক জামায়াতকে দেখেছেন। তাছাড়া-

১. তিনি খাইরুল ক্বুরূন বা সর্বোত্তম তিন যুগের উত্তম যুগে জন্ম গ্রহণ করেন।
২. তিনি তাবে'ঈদের যুগেই ইজতিহাদ তথা ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন।
৩. তাঁর শীর্ষস্থানীয় ওস্তাদগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৪. তাঁর ছাত্র সংখ্যা যতো অধিক, এতো অধিক সংখ্যক ছাত্র আর কারো ছিল না।
৫. সর্ব প্রথম তিনিই ফিক্বহ্ শাস্ত্র সংকলন করেন এবং অধ্যায় ভিত্তিক গ্রন্থাকারে তিনিই সর্বপ্রথম তা সুবিন্যস্ত করেন।
৬. তাঁর প্রবর্তিত হানাফী মাযহাব পৃথিবীর এত ব্যাপক রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে হানাফী মাযহাব ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের অনুসারী নেই।
৭. তিনি তাঁর কষ্টার্জিত অর্থ আলিমদের জন্য ব্যয় করতেন।
৮. তিনি কোন রাজা-বাদশাহর উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না।
৯. স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে তিনি ছিলেন অমনোযোগী এবং অধিকতর নীরব ভূমিকায়।
১০. তিনি জীবনের শেষ দিনগুলো নির্যাতিতভাবে কারাগারে অতিবাহিত করেন। অত্যাচারী শাসকের সামনে কখনো মাথা নত করেননি। تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [আল-খাইরাতুল হেসান: পৃষ্ঠা ৬৭,৬৮,১৪৩]

রচনাবলী

ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর যুগে গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ সংকলনের ততবেশী প্রচলন ছিল না। এতদ্সত্ত্বেও জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর তত্ত্ব ও তথ্যবহুল, নিম্নোক্ত রচনাবলী জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ ও সমাদৃতঃ

(١) كتاب العالم والمتعلم (٢) فقه اكبر (٣) كتاب الوصايا (٤) كتاب المقصود (٥) كتاب الاوسط

যথাক্রমে, ১. কিতাবুল আলিমি ওয়াল মুতা'আল্লিম, ২. ফিক্বহে আকবার, ৩. কিতাবুল ওয়াসায়া, ৪. কিতাবুল মাক্বসূদ এবং ৫. কিতাবুল আওসাত্ব। [তায্কিরাতুল মুহাদ্দিসীন: পৃষ্ঠা ৬৫]

ওফাত

ইমাম আ'যমের সুমহান মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সূর্য জ্ঞানের জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। এ মহান ব্যক্তিত্বের অনবদ্য অবদানে দিগদিগন্ত দীপ্তিমান। পরিশেষে, জীবনের সমাপ্তিলগ্নে তৎকালীন শাসক খলীফা মনসূর প্রদত্ত প্রধান বিচারকের পদ প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাঁকে কারাগারের প্রকোষ্ঠে প্রেরণ করা হয়। এমনকি খলীফা কর্তৃক চরম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। পরিশেষে, এ মহান জ্ঞান সাধক মুসলিম মিল্লাতের রাহনুমা বিশ্ব বরণ্যে ও নন্দিত ইমাম ১৫০ হিজরী মোতাবেক রজব /শা'বান মাসে তাঁর মওলায়ে হাক্বীক্বী রফীক্বে আ'লার সান্নিধ্যে গমন করেন। প্রথমবারে ৫০ হাজার মুসলিম জনতা তাঁর নামাযে জানাজা আদায় করেন। এতে তাঁর সাহেবজাদা হযরত হাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হিও নামায আদায় করেন।

[মানাক্বিবে ইমামে আ'যম: ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, আল-খাইরাতুল হেসান: ১৬৪ পৃষ্ঠা]

গায়রে মুকাল্লিদ ওলামা'র দৃষ্টিতে ইমামে আ'যম

নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান

কুফার অধিবাসী ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি যেমন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তেমনি খোদাভীতি ও ইবাদতের পর্যায়ে পুণ্যাত্মা সালেহীন বান্দাদের পথিকৃৎ ছিলেন।

[তিকসারে জুয়ুদুল আহবার মিন তিযকারে জুনূদিল আবরার: ৯৩ পৃষ্ঠা]

মৌলভী নযীর হোসাইন দেহলভী

ইমাম আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি একাধারে মুজতাহিদ, গবেষক, সুন্নাতের অনুসারী ও খোদাভীরু পুণ্যাত্মা ছিলেন। এসব গুণ তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যথেষ্ট।

মৌলভী মুহাম্মদ হানীফ নদভী

ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, যাঁকে জ্ঞান গবেষণার চিন্তানায়ক বলা উচিত। তিনি ৮০ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জ্ঞানীগুণী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, গবেষক, ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে অকৃপণ। [আল এ'তেসাম: পৃষ্ঠা ২, ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সংখ্যা]

বেয়াদব মুরতাদে পরিণত

গজনীয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী মৌলভী আবদুল জব্বার গজনবীর শিষ্য আবদুল আলী একদা বললো, "আমি তো আবূ হানীফার চাইতে বড়; কেননা তার নিকট তো মাত্র তেরটি হাদীস জানা ছিল। আমি তো তাঁর চেয়ে আরো অধিক বেশী হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখি।" এ উক্তি শ্রবণ করা মাত্রই ওস্তাদের চেহারা ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল। নির্দেশ দিলেন-এ অযোগ্য বেয়াদবকে এখনই মাদ্‌রাসা থেকে বের করে দাও। আমার আশঙ্কা হচ্ছে সে অনতিবিলম্বে মুরতাদ্দে পরিণত হবে। কারণ আমার দৃষ্টিতে হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আল্লাহর এক মহান ওলী তথা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা। যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আউলিয়ায়ে কেরামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে, সেহেতু এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুরতাদ্ বা ধর্মত্যাগী। যুদ্ধের মধ্যে তো প্রতিপক্ষের নিকট থেকে উত্তম বস্তু ছিনিয়ে নেয়া হয়। সুতরাং আল্লাহর পথে ঈমানের চেয়ে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? সুতরাং তার মধ্যে ঈমান কিভাবে থাকতে পারে?

[মাওলানা দাউদ গজনভী: পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২]

মৌলভী আবদুল মান্নানের ঘোষণা

যে ব্যক্তি দ্বীনের ইমামগণ বিশেষত: ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর সাথে বেয়াদবী করে তার শেষ পরিণতি ভাল হয় না।

[তা-রীখে আহলে হাদীস: ৪৩৭ পৃষ্ঠা]

অন্ধকারে আচ্ছাদিত

মীর ইবরাহীম সিয়ালকোটি বলেন যে, আমি আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সম্পর্কে গবেষণা শুরু করলাম। এক পর্যায়ে আমার অন্তরে তাঁর সম্পর্কে কিছু বিরূপভাব সৃষ্টি হল। দুপুরের সময় আমার সম্মুখে গভীর অন্ধকার আচ্ছাদিত হল। আল্লাহ্ পাক আমার অন্তরে এ ভাবের উদয় করলেন যে, এ অবস্থা ইমাম আ'যমের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণের প্রতিফল। আমি এস্তেগফারের শব্দাবলী বারংবার পড়া শুরু করলাম, হঠাৎ আচ্ছাদিত অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেল।

[তারিখে আহলে হাদীস: ৭১-৭২ পৃষ্ঠা]

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ইমাম আ'যমের জীবনাদর্শ অনুসরণের তাওফীক্ব নসীব করুন, আ-মি-ন বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন।

---o---

বর্তমানকালের কয়েকটি অপরাধের মারাত্মক পরিণতির বর্ণনা

মূল : আল্লামা আলহাজ্ব আবূ দাউদ মুহাম্মদ সাদেক্ব রেযভী
ভাষান্তর: আবূ সা'ঈদ মুহাম্মদ ইউসুফ জীলানী

হত্যা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ০

তরজমা: আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম। সব সময় সে তথায় থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তার উপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তার জন্য কঠিন শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন। [সূরা নিসা: আয়াত- ৯৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (বান্দার হকের মধ্যে) সর্ব প্রথম রক্তের হিসাব হবে। [বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

যদি কখনো আসমানবাসী ও যমীনবাসী কোন এক মুসলমান হত্যায় শামিল হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। [তিরমিযী]

যে ব্যক্তি মুসলমানকে হত্যার ব্যাপারে একটি শব্দ দ্বারা সাহায্য করেছে, আল্লাহ্র কাছে পেশ হওয়াবস্থায় তার উভয় চোখের মধ্যবর্তী স্থানে 'রহমত থেকে নিরাশ' লিপিবদ্ধ থাকবে। [ইবনে মাজাহ্, ত্বাবরানী]

দুনিয়ার ধ্বংস একজন মুসলমানের হত্যা থেকে নগণ্য বস্তু। [ইবনে মাজাহ্, ত্বাবরানী]

মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেক্বী (পাপ) আর হত্যা করা কুফরী ।[বোখারী, মুসলিম]

স্মর্তব্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আইন মতে হত্যার শাস্তি হত্যা, হন্তা পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। এমন ব্যক্তিকে আইনের ফাঁকে ক্ষমা করে দেয়া অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান কিংবা মাত্র কয়েক বছর শাস্তি দেওয়ার কোন অধিকার নেই। এগুলো আসলে বিধর্মীদের অনুকরণ, বাতিল কানুনের অনুসরণ এবং হত্যাকারীদেরকে সহযোগিতা করার নামান্তর।

আত্মহত্যা

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ-

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

তরজমা: "তোমাদের হাতকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।"

[সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৯৫]

আরো ইরশাদ হয়েছে-

وَلَاتَقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ০ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ط وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ০

তরজমা: তোমাদের আত্মাকে (নিজেকে) হত্যা করোনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর দয়াময়। আর যে ব্যক্তি এ ধরনের কাজ করবে সীমালংঘন ও যুল্মবশত, তাহলে অতিসত্বর আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবো, আর এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। [সূরা নিসা, আয়াত-২৯-৩০]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে আত্মহত্যা করে সে দোযখে দীর্ঘকাল যাবত নিজেকে নিক্ষেপ করতে থাকবে। আর যে বিষপানে আত্মহত্যা করে সে দোযখে দীর্ঘকাল যাবৎ বিষ পানের শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে। যে অস্ত্রোপচার করে আত্মহত্যা করেছে, সে দোযখে স্বয়ং দীর্ঘকাল যাবৎ অস্ত্রোপচার করতে থাকবে। যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করেছে, ক্বিয়ামত দিবসে তাকে ওই বস্তু দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হবে।" [বোখারী শরীফ]

এক ব্যক্তির শরীরে আঘাত ছিল। সে তা সহ্য করতে না পেরে স্বয়ং আত্মহত্যা করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "আমার বান্দা আমার নির্দেশ পৌঁছার পূর্বেই আত্মহত্যা করেছে, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।"

[বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

উর্দু কবি বলেন-

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائینگے -مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائینگے

অর্থাৎ "এখন তুমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলছ যে, মরে যাবে। মরেও স্বস্তি না পেলে কোথায় যাবে।"

স্মর্তব্য যে, আমরণ অনশন-ধর্মঘট শরীয়ত-পরিপন্থী ও কাফিরদের অনুসরণ আর আত্মহত্যার একটি প্রক্রিয়া।

যেনা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَاتَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيْلًا ০

তরজমা: যেনার নিকটবর্তীও হয়ো না, নিশ্চয়ই তা নির্লজ্জতা এবং অতি নিকৃষ্ট পন্থা। [সূরা বনী ইস্রাঈল: আয়াত-৩২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "আল্লাহর নিকট শিরকের পর সবচেয়ে বড় পাপ হলো নারীর সাথে যেনা করা।" নারী মুসলমান হোক কিংবা কাফির, বাঁদী হোক কিংবা স্বাধীন।

[লুবাবুল হাদীস, কৃত: আল্লামা সুয়ূত্বী, আয্যাওয়াজের, কৃত: ইবনে হাজর মক্কী]

যেনাকারীর চেহারার উপর আগুনের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে। [ত্বাবরানী]

যেনাকারীর লজ্জাস্থানসমূহে আগুন প্রজ্জ্বলিত হবে এবং তা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হবে, যা হাশরবাসী ও জাহান্নামীদের হতবাক করে দেবে।

[ইবনে আবিদ্দুনিয়া, যাওয়াজের]

স্মর্তব্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রে, ইসলামী আইন মতে বিবাহিত যেনাকারী পুরুষ ও মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলার নির্দেশ এসেছে। আর অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাকে একশত কশাঘাত করার নির্দেশ রয়েছে। আর যেনাকারীর কুকর্ম করার জন্য প্রশ্রয়, সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যেনা করাকে অপরাধ মনে না করা, কিছু সময়ের জন্য তাকে বন্দী করে রাখা ও যেনায় নারীকে পাকড়াও না করা, বিদেশীদের আমদানীকৃত বাতিল আইনের অনুসরণ এবং যেনাকারীকে প্রশ্রয় দেয়ার অন্তর্ভুক্ত।

সমকাম

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيْلٍ مَنْضُوْدٍ ۝

তরজমা: অতঃপর যখন আমার নির্দেশ এলো, তখন আমি লূত্ব সম্প্রদায়ের গ্রামকে উল্টিয়ে দিয়েছি এবং এর উপর লাগাতার পাথর বর্ষণ করিয়েছি।

[সূরা হুদ, আয়াত-৮২]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার নিকট স্বীয় উম্মতের জন্য লূত্ব সম্প্রদায়ের কর্মই অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

[তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্]

তিনি তিন তিনবার ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি লূত্ব সম্প্রদায়ের কর্ম করেছে, সে অভিশপ্ত।" [তাবরানী, হাকিম]

যে ব্যক্তি পুরুষের সাথে কুকর্ম করেছে অথবা নারীর পায়ুপথে সঙ্গম করেছে আল্লাহ্ তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দেবেন না। [তিরমিযী, নাসাঈ]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- "তাওবাবিহীন মৃত্যুবরণকারী সমকামী স্বীয় কবরে শুকরে পরিণত হবে।"

[লুবাবুল হাদীস, আযযাওয়াজির]

জ্ঞাতব্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আইন মোতাবেক এ কর্মের শাস্তি হলো, এমন কুকর্মকারীদের উপর প্রাচীর নিক্ষেপ করা, অথবা তাদেরকে উপর থেকে নিচুমুখী করে নিক্ষেপ করা এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা অথবা মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী করে রাখা। এ কর্ম যদি বারংবার করে তাহলে বিচারক তাকে হত্যা করবে। [ফিক্বহের কিতাবসমূহ]

স্মর্তব্য যে, পুরুষে পুরুষে কুকর্ম করার ন্যায়, তার জন্তুর সাথে সঙ্গম করা এবং নারীদের পরস্পর তা করা কবীরা গুনাহ্ (মহাপাপ); যেমন হাদীসের কিতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে।

গান-বাজনা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ط اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ০

তরজমা: কতেক লোক অযথা বস্তু ক্রয় করে, যেন সে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে (মানুষদেরকে) মুর্খতার সাথে এবং তাকে খেলনার সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়। তাদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে। [সূরা লোক্বমান: আয়াত-৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরবেত্তাগণ বলেছেন, এখানে لَهْوَ الْحَدِيْثِ দ্বারা গান বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নদ্বর ইবনে হারেসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে লোকদের গান শ্রবণ করিয়ে তাদের ঈমান আনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "গান-বাজনা শ্রবণ করা থেকে বিরত থাকো। যেভাবে পানি সবজি উৎপাদন করে, অনুরূপ গান বাজনা হৃদয়ে মুনাফেক্বীর জন্ম দেয়।" [আমালী ও যাওয়াজের]

বুযুর্গানে দ্বীনের ভাষ্য-'গান হলো যেনার মন্ত্র'। [আশি'আতুল লুম'আত]

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেনা

চোখের যেনা (কামভাবের দৃষ্টিতে) দেখা, কর্ণের যেনা কামভাবের সাথে কথাবার্তা বলা ও যেনা সম্পর্কীয় গান শ্রবণ করা। মুখের যেনা কামভাবের সাথে বাক্যালাপ করা, হাতের যেনা অসদুদ্দেশ্যে স্পর্শ করা, পায়ের যেনা (কুকর্মের) দিকে যাত্রা করা ও অন্তরের যেনা কুকর্মের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা পোষণ করা। বুঝা গেল, যেভাবে লজ্জাস্থান মহা পাপে লিপ্ত হয়, অনুরূপ অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও নিজস্ব পদ্ধতিতে ছোট ছোট পাপে লিপ্ত হয়। যেনার কারণসমূহ যেনাতে লিপ্ত হওয়ার শামিল। যেহেতু এ সকল অঙ্গ দ্বারা যেনা, বলাৎকার ও অন্যান্য চরিত্রহীন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, এ জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য ওই অঙ্গসমূহকে যেনার নিদর্শন ও কারণসমূহ থেকে মুক্ত করা, গান-বাজনা, রেকর্ডিং-এর কামভাব উদ্দীপক গানসমূহ, সিনেমা, টেলিভিশনের চিত্রাবলী ও অশ্লীল কর্ম এবং কামোদ্দীপক দৃশ্যাবলী থেকে চক্ষু ও কর্ণকে হেফাযত করা এবং পর্দাহীন বিলাস ও নাচ-গানের অনুষ্ঠানে গমন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা অত্যন্ত জরুরী।

অপবাদ

যেভাবে বলাৎকার ও যেনা মহাপাপ, অনুরূপ সাক্ষ্যবিহীন ও কোন প্রমাণ ছাড়া কারো উপর যেনার অপবাদ দেয়া কঠোরতম পাপ ও কবিরা গুনাহ। ক্বোরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে যারা সতী নারীদের উপর মিথ্যাপবাদ দেয়, অতঃপর এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী আনতে না পারে, তাকে আশিটি বেত্রাঘাত কর, আর তাদের সাক্ষী কখনো গ্রহণ করো না। ওই সব লোক ফাসিক্ব।

বিলম্বে বিবাহ

ইসলাম যেনা, সমকাম ও এর ন্যায় লজ্জাহীন ও চরিত্রহীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যেভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করেছে, অনূরূপ ইসলাম বিবাহকেও সহজতর করে দিয়েছে। দু'জন সাক্ষী, শরীয়ত সম্মত মোহর, স্ত্রী পুরুষের ইজাব-ক্ববূল ইত্যাদি দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত উন্নতির যুগে ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রথা ও ফ্যাশন, যৌতুক ও বরযাত্রী দলের ব্যয় বহুল খানাপিনা, স্কুল-কলেজের সহ শিক্ষা ব্যবস্থা, বিবাহকে এমন কঠিন করেছে যে, সাধারণতঃ তাতে বিলম্ব হয়ে যায়। এমনকি অনেকের বিবাহের সুযোগও আসেনা।

সতর্কীকরণ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে কঠোর সতর্ক করে ইরশাদ করেন- "তিনটি বস্তুতে বিলম্ব করোনা- যখন নামাযের সময় উপস্থিত হবে, যখন জানাযা উপস্থিত হবে এবং যখন মেয়ের বিবাহের পাত্র মিলে যাবে।" [তিরমিযী]

(তোমাদের) নিজের ছেলেকে সাত বছর বয়সে নামায পড়াও, নয় বছর বয়সে বিছানা থেকে পৃথক করে দাও এবং সতের বছর বয়সে বিবাহ করিয়ে দাও। [আল্ হিসনুল হাসীন]

যার সন্তান হবে, ভাল নাম রাখবে, তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে। যখন বালেগ হবে এমতাবস্থায় বিবাহ করিয়ে দিবে। যে ব্যক্তি স্বীয় বালেগ আওলাদকে বিবাহ করায়নি, সে গুনাহ্য় লিপ্ত হলে, পিতাও তার সাথে গুনাহ্গার হবে। [বায়হাক্বী, মিশকাত]

যুবকদের প্রতি হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "হে যুবক সম্প্রদায়, যাদের কাছে (শরীয়ত সম্মত মহর ও বিবিদের খোরপোষ দেয়ার) শক্তি আছে, তারা বিবাহ্ করে নেবে। এটা দ্বারা চোখ ও লজ্জাস্থান মন্দ থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যার কাছে বিবাহ্ করার শক্তি নেই, সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা কামবাসনা দমন করে।" [মিশকাত]

হে যুবকরা, খারাপ কর্ম থেকে বেঁচে থাক, যে ব্যক্তি স্বীয় যৌবনকে খারাপ কর্ম থেকে রক্ষা করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বায়হাক্বী]

স্বামী পরিত্যাক্তা ও তালাক্বপ্রাপ্তা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ

বিলম্ব বিবাহের ন্যায় দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কেও অত্যন্ত উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়; বরং কতেক মুর্খ পুরুষ ও মহিলা এটাকে অপমানকর ও লজ্জাস্কর মনে করে। পরবর্তীতে অনেক সময় এর ফল ধ্বংসাত্মক রূপে আবির্ভূত হয়। এ কারণে এ মাসআলায় মিথ্যা ও লজ্জার আশ্রয় না নেয়া উচিত। আল্লাহ্ না করুন, যদি পূর্ণ যৌবনে কোন নারী স্বামী পরিত্যাক্তা হয়ে যায় অথবা তাকে তালাক্ব দিয়ে দেয় তাহলে এসব স্বামী পরিত্যাক্তা ও তালাক্বপ্রাপ্তাদের ব্যাপারে অভিভাবক ও উত্তরাধিকারীদের উচিত- যতটুকু সম্ভব উপযুক্ত পাত্র দেখে সত্তর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করা এবং দ্বিতীয় বিবাহকে দূষণীয় মনে করার বাতিল রসম পরিহার করা এবং শরীয়তের অনুমতিকে আলোকিত করা। ক্বোরআন করীমে রয়েছে وَانْكِحُوْا

الْاَيَامٰى مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ বিহীন আছে, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর। [সূরা নূর: আয়াত-৩২]

বিবাহের মাপকাঠি

চারটি বস্তু দেখে মেয়েদের বিবাহ করা যায়ঃ সম্পদের উপর, (যেমন ইহুদীরা এটাকে বেশী গুরুত্ব দেয়)। ভ্রাতৃত্বের উপর (যেমন মুশরিকরা এটাকে বেশী গুরুত্ব দেয়)। সৌন্দর্যের উপর, (যেমন ইংরেজদের প্রথা) এবং ধার্মিকতার উপর, (যেমন মুসলমানদের তরীক্বা), অতএব, হে মুসলমানগণ, তোমরা দ্বীনদার মেয়ের বিবাহের উপর সাফল্য অর্জন কর।

[ফরমানে রিসালাত, বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

ভেজাল

বিক্রির জন্য যে দুধ, তাতে পানি মিশ্রিত করো না। [বায়হাক্বী]

যে ব্যক্তি ভেজাল জিনিষ বিক্রি করে ক্রেতার নিকট তা প্রকাশ করেনি, সে সব সময় আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে কালাতিপাত করবে। অথবা ইরশাদ করেছেন. ফেরেশতারা সব সময় তার উপর লা'নত করেন। [ইবনে মাজাহ]

গুদামজাতকরণ

গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে সম্পদ ও শস্য গোপনকারী অভিশপ্ত। [ইবনে মাজাহ]

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন গুদামজাত করে (সে, যখন দাম বৃদ্ধি পাবে, তখন বিক্রি করে) অতঃপর সে সব অর্থ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিয়েছে, তবুও এর কাফফারা আদায় হয়নি। [রাযীন]

গুদামজাতকারী নিকৃষ্ট বান্দা, যখন দাম কমে যায় সে অসন্তুষ্ট হয় আর যখন বেড়ে যায় তখনি খুশি হয়। [বায়হাক্বী ও ত্বাবরানী]

শরাব ও জূয়া

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝

অর্থাৎ শয়তানের ইচ্ছে যে, শরাব ও জূয়ার কারণে তোমাদের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার বীজ বপন করে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুতরাং তোমরা কি প্রত্যাবর্তনকারী? [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-৯১]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে সমস্ত বস্তু দ্বারা লোকেরা খেলা করে তারা ভ্রান্ত; কিন্তু তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া প্রশিক্ষণ (অর্থাৎ জেহাদের প্রশিক্ষণ এবং স্ত্রীর সাথে আনন্দ-ফুর্তি করা এগুলি বৈধ।)

[তিরমিযী, আবূ দাউদ]

যে ব্যক্তি জূয়া খেলে, সে যেন শুকরের মাংস ও রক্তে নিজের হাত নিক্ষেপ করেছে। [মুসলিম, আবূ দাউদ]

শতরঞ্জ খেলোয়াড়রা দোযখী। [দায়লমী]

শরাব পান করা থেকে বেঁচে থাক, কেননা এটা সকল অনিষ্টের মূল। [আযযাওয়াজির]

শরাব পান করা থেকে বিরত থাক। কেননা, তা সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি। [হাকেম]

যে বস্তু অধিক নেশাযুক্ত, তা অল্পও হারাম। [তিরমিযী, আবূ দাউদ]

দশ ব্যক্তির উপর অভিসম্পাতঃ শরাব প্রস্তুতকারক, শরাব বানানোর হুকুমদাতা, মদ্যপায়ী, আর শরাব (অপরকে) পরিবেশনকারী, বহনকারী, সন্ধানকারী, ক্রেতা, বিক্রেতা, এর দাম ভক্ষণকারী, যার জন্য ক্রয় করা হয়েছে। [তিরমিযী, ইবনে মাজাহ]

নিশ্চয়ই যে বস্তু আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের জন্য আরোগ্য নেই। [বায়হাক্বী, ইবনে হিব্বান]

স্মর্তব্য যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মদ্যপায়ীকে শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে এবং তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। [ফিক্বহ্‌র কিতাবাদী দ্রষ্টব্য]

প্রমাণিত হলো যে, শরাব ও জূয়া কঠিন অপরাধ ও কবীরা গুনাহ্ এবং শয়তানের কর্ম, যা বন্ধ করা অপরিহার্য। যারা শরাব বা মদ পান করে, এবং জূয়া খেলে তাদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া, বিভিন্ন অভিজাত হোটেলে আনন্দ উপভোগের জন্য শরাব বা মদ ও জূয়ার ব্যবস্থা রাখা বিধর্মীদের চক্রান্ত এবং বাতিলের অনুসরণের নামান্তর। যার কারণে সারা দেশ নাফরমানীতে সয়লাব হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্কতা একান্ত অপরিহার্য।

জাদু

ইরশাদ হয়েছে-

وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِحْرَ ০

তরজমা: (এবং সুলাইমান (আলায়হিস্ সালাম) কুফরী করেনি, হাঁ শয়তান কাফির হয়েছে, সে লোকদের যাদু শিক্ষা দেয়। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১০২]

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "সাতটি মারাত্মক ও ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক- শিরক, যাদু, অন্যায়ভাবে হত্যা, সুদ, ইয়াতীমের সম্পদ (ভক্ষণ), জিহাদ থেকে পলায়ন, পবিত্র মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেওয়া।" [বোখারী ও মুসলিম শরীফ ইত্যাদি]

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিয়েছেন- "প্রত্যেক যাদুকর পুরুষ ও যাদুকর মহিলাদের হত্যা কর। অতঃপর তিনজন যাদুকর হত্যা করা হলো।" [আয্যাওয়াজির]

চুরি ও রাহাজানি

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ০

তরজমা: (আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ) পুরুষ ও মহিলা চোরদের উভয়ের হস্ত কর্তন কর। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এটাই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-৩৮]

اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْيُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ০

তরজমা: যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং রাজ্যের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এ যে, তাদেরকে গুণে গুণে হত্যা করা হবে অথবা ক্রশবিদ্ধ করা হবে, অথবা তাদের একদিকের হাত ও অপরদিকের পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এটা দুনিয়ার মধ্যে তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে। [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-৩৩]

প্রতীয়মান হলো, চুরি ও রাহাজানি কঠিনতর পাপ ও কবীরা গুনাহ্। পুরুষ ও মহিলা চোরদের উপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট। দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য হলো, তাদের ইসলামী আইনে শাস্তি প্রদান করা। ইসলামী আইন মোতাবেক পাপীদের বিশুদ্ধভাবে

শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে কিছু দিন তাদের শ্রীঘরে সরকারী অতিথি হিসেবে বন্দী করে রাখা বিধর্মীদের মানবগড়া মতবাদের অনুসরণ এবং চোর ডাকাতদের প্রশ্রয় দেওয়ার শামিল।

যালিম শাসক ও বিচারক

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمَ بِمَا اَنْزَلَ اللهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ০

যারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিধি-বিধান মোতাবেক বিচার (ফয়সালা) করে না তারা যালিম। [সূরা মা-ইদাহ্: আয়াত-৪৫]

"ন্যায়পরায়ণ ও যালিম বিচারকদের পুলসিরাতের উপর বাধা প্রদান করা হবে। অতঃপর যে বিচারক ফয়সালায় যুলম করেছে এবং ঘুষ নিয়েছে তাকে জাহান্নামের এমন অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে, যার গভীরতা সত্তর বছর।" শুধুমাত্র ন্যায়পরায়ণের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা হবে। [আবূ ইয়া'লা]

সুপারিশ

যে ব্যক্তি কারো সুপারিশ করবে এবং সে এর জন্য কিছু প্রদান করল এবং (সুপারিশকারীও) এটা গ্রহণ করল, তা সুদের দরজাসমূহের একটি দরজায় এসে পৌঁছল। [আবু দাউদ]

মিথ্যা সাক্ষী

"আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী (অবাধ্যতা) করা, কাউকে না হক্ব হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কবীরা গুনাহ। মিথ্যা সাক্ষীর কদম সরানোর আগে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব (অপরিহার্য) করে দেন। যাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, আর সে (বিশুদ্ধ) সাক্ষ্য গোপন করেছে, সেও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীর মতো। [তাবরানী]

ওকালতি

কোর্টে সাক্ষী দেয়ার যে ব্যবস্থা, তা কারো নিকট অজানা নয়। বাদী পক্ষের কোন কোন উকিল মিথ্যা বলার জন্য সাহস যোগায় ও জোর প্রচেষ্টা চালায় আর বিবাদী পক্ষীয় উকিল তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে। কোন কোন পেশাদার উকিল (সব কিছু) জেনে বুঝে সজ্ঞানে মিথ্যাকে সত্য করতে চায় বরং

সাক্ষ্যদাতাকে মিথ্যা বলার শিক্ষা প্রদান করে। এ জাতীয় কার্যকলাপ হারাম ও চরম অপরাধ। এমন সাক্ষ্য ও ওকালতি থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন।

সুদ ও ঘুষ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُضٰعَفَةً ص وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۰

তরজমা: হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেওনা চক্রবৃদ্ধি হারে। আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে। [সূরা আলে ইমরান: আয়াত-১৩০]

"আর পরস্পর একে অন্যের সম্পদ নাহক ভক্ষণ করোনা আর লোকদের কতেক সম্পদ স্বজ্ঞানে অবৈধতার ভিত্তিতে ভক্ষণ করার জন্য (ঘুষের পদ্ধতিতে) বিচারকদের নিকট প্রেরণ কর না। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৮৮]

হারাম উপার্জন ভক্ষণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [বায়হাক্বী]

সুদ দাতা ও সুদ গ্রহীতা সুদের হিসাব লেখক ও সাক্ষী দাতার উপর আল্লাহর লা'নত, আর উভয়ে সমান অপরাধী। [মুসলিম শরীফ]

ঘুষ দাতা ও গ্রহীতার উপর লা'নত, দাতা-গ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামী। [ত্বাবরানী]

উত্তরাধিকার

যে এতিমদের সম্পদ নাহক্ব ভক্ষণ করে, সে নিজের উদরে দোযখের আগুন ভক্ষণ করে এবং সে সত্বর আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। [সূরা নিসা: আয়াত-১০]

প্রতীয়মান হলো, এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করা, কঠোর শাস্তির কারণ। এতিমদের মধ্যে বিশেষত: এতিম মেয়েদের উপর অধিক যুল্‌ম হয়। সাধারণভাবে ভাই স্বীয় এতিম বোনের অংশ যথাযথ আদায় করে না। আর পিতামাতার উত্তরাধিকারে মেয়েদের যে অংশ নির্ধারিত রয়েছে তা সুষ্টুভাবে আদায় করে না, বরং সবকিছু নিজেই হজম করে ফেলে। অনুরূপ, স্বামী পরিত্যক্তা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে তার অধিকারও হরণ করে; অথচ স্বামীর উত্তারাধিকারে স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীর শরীয়তের যে নির্ধারিত অংশ রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে তার প্রাপ্য ও অধিকার, যদিও সে অন্যত্র বিবাহ্ করে বসে।

মোটকথা, যারা এতিমদের এবং স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের উপর যুল্‌ম করে এবং তাদের প্রাপ্য ধ্বংস করে তাদের এ আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেককে স্বীয় অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত যেন মৃত্যু, কবর, পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

---o---

জীবন-মৃত্যু, নামাযে জানাযা ও দো'আসমূহ

মূল : আল্লামা আবূ তানভীর মুহাম্মদ রেযাউল মোস্তফা আল-ক্বাদেরী
ভাষান্তর: আবূ আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

জীবন ও মৃত্যু

'ওই সত্তা (খোদা তা'আলা) যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃজন করেছেন, যাতে তোমাদের যাচাই করেন- তোমাদের মধ্যে কে বেশী সৎকর্ম করে। আর তিনিই সম্মানের অধিকারী, ক্ষমাশীল।' [সূরা মুল্‌ক: আয়াত- ২]

ইহকাল

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ইহকাল হলো ঈমানদারের জন্য কয়েদখানা আর কাফিরের জন্য বেহেশত।"

অসুস্থতা

মুসলমানদের জন্য অসুস্থতাও একটা নি'মাত। এর অপরিসীম উপকারিতা বিদ্যমান। যদিও শারীরিকভাবে মানুষ তাতে কষ্ট ভোগ করে; কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে ধৈর্য ও শোকর-এর মাধ্যমে পরকালের আরাম, গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জনের নিমিত্তে হয়। এছাড়া এতে রূহানী বহু অসুস্থতার শক্তিশালী ও কার্যকর চিকিৎসা রয়েছে। হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন যে, সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মুসলমান যে কষ্টের সম্মুখীন হয়, এমনকি পায়ে কোন কাঁটাও ঢুকে পড়ে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এ কারণে তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন। [বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

পীড়িতের দেখাশুনা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, "যে মুসলমান সকালে অন্য কোন পীড়িত মুসলমানকে দেখার জন্য গমন করে, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" আর যদি সন্ধায় যায়, তবে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকে এবং এ ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি বাগান তৈরি হবে।

মৃত্যুকে স্মরণ করা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করবে; কেননা তাতে গুনাহ্ মোচন করা হয় এবং পার্থিব আসক্তি হ্রাস পায়। [শরহুস্ সুদূরঃ পৃষ্ঠা ১৫]

মৃত্যু কামনা করা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, কেউ যেন কিছুতেই মুত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা না করে। কেননা যখন কেউ মৃত্যু বরণ করে তখন তার আমল সমাপ্ত হয়ে যায়; অথচ মু'মিনের হায়াত, যত দীর্ঘ হয় ততই সে সৎকর্ম বেশী করে। [শরহুস্ সুদূরঃ পৃষ্ঠা ৮]

মৃত্যুর যন্ত্রণা

সরকারে দু'আলম আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের পবিত্র দরবারে কেউ আরয করল, "মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কষ্ট কেমন হয়?" তিনি এরশাদ করলেন, "সহজ মৃত্যুর অবস্থা হলো এমন যে, একটি কন্টকময় ডালকে রেশমী কাপড়ে আবৃত করে উক্ত ডালকে টানলে যেমন কাঁটার সাথে রেশমী কাপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তেমনি।" [শরহুস্ সুদূরঃ পৃষ্ঠা ২২]

মু'মিনের মৃত্যু

আঁ-হযরত আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন, ঈমানদারের জন্য প্রত্যেক কিছুতেই সাওয়াব রয়েছে। এমনকি মৃত্যুকালে যে যন্ত্রণা পায় তার জন্যও। [শরহুস্ সুদূরঃ পৃষ্ঠা ৩৪]

শহীদের শাহাদত

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একজন লোককে পিঁপড়া দংশন করলে যে যন্ত্রণা পায়, ততটুকুই মাত্র একজন শহীদ মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে। [শরহুস্ সুদূরঃ পৃষ্ঠা ৩৮]

ওলীগণের ইন্তিকাল

নবী করীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, যখন কোন ওলীর কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা উপস্থিত হয়, তখন তাকে সালাম জানিয়ে বলে, আস্সালামু আলায়কা এয়া ওলীয়্যাল্লাহ্! আপনিতো পৃথিবীর আবাস ধ্বংসই করেছেন, এখন একে ছেড়ে দিন! আখেরাতের আবাসকে আপনি সমৃদ্ধ করেছেন, সেখানেই চলুন। [শরহুস সুদূরঃ পৃষ্ঠা ৫২]

কাফিরের মৃত্যু

কাফিরের মৃত্যুর প্রাক্কালে কালো ভয়ংকর ফেরেশতারা চটের কাপড় নিয়ে মৃতের শিয়রে বসে পড়ে। মালাকুল মওত শিয়রে বসে বলে, হে ভ্রষ্ট জীবন! আল্লাহর ক্রোধের দিকে বেরিয়ে পড়! এ কথা শুনে তার রূহ নিজকে লুক্কাতে চায়। মালাকুল মওত তাকে এমনভাবে টান মারেন, যেভাবে ভেজা উলকে গরম লোহার শিক দ্বারা টানা হয়। [মিশকাত শরীফ: পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩]

খাতেমা বিল খায়র (ভাল মৃত্যু)'র চিহ্ন

রাসূলে খোদা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম বলেন, মৃত্যুর প্রাক্কালে মৃতের কপালে যদি ঘাম দেখা দেয়, চোখ দিয়ে পানি আসে এবং নাকের ছিদ্র সম্প্রসারিত হয়, তবে এটা আল্লাহর রহমত, যা তার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। [শরহুস্ সুদূরঃ পৃষ্ঠা ২০]

মন্দ মৃত্যুর চিহ্ন

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মৃত্যুর সময় যদি গলার স্বর বদলে গিয়ে জাওয়ান ঘোড়ার গলা দাবানোর আওয়াজের মত করে এবং তার রং খারাপ হয় ও মুখ থেকে ফেনা বের হয় তবে তা আল্লাহর আযাবের ফলশ্রুতি। [প্রাগুক্ত]

মন্দ মৃত্যুর কারণসমূহ

নামাযে অলসতা, শরাব পান, মাতাপিতার অবাধ্যতা এবং মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া। [প্রাগুক্ত]

অন্তিম সময়

যখন মৃত্যুর সময় সন্নিকটে আসে এবং তার চিহ্নাদি প্রকাশ পায়, তখন সুন্নাত হলো মৃত্যুপথযাত্রীকে ডান পাশ করে শুইয়ে দিয়ে চেহারা ক্বেবলামুখী করে দেওয়া। চিৎ করে শোয়ানোও জায়েজ, তবে তাতে যেন ক্বেবলার দিকে পা থাকে এবং তার চেহারা ক্বেবলার দিকে হয়। [দুররে মোখ্তার]

তালক্বীন

মৃত্যুকালে যতক্ষণ পর্যন্ত রূহ কণ্ঠদেশ পর্যন্ত না আসে ততক্ষণ তার পাশে উচ্চ স্বরে কলেমা শাহাদাত পাঠ করবে যতক্ষণ সে নিজেই পাঠ করবে। তবে কখনো তাকে পাঠ করার জন্য বলবেনা। যখন সে কলেমা পাঠ করে নেবে তখন এ তালক্বীন বন্ধ করে দেবে। আর যদি এরপর আবার কথাবার্তা বলে, তবে পুনরায় তালক্বীন করবে যাতে তার শেষ বাক্য কলেমা শরীফই হয়। [আলমগিরী]
এভাবে সূরা রা'দ ও সূরা ইয়াসীন শরীফ পাঠ করতে থাকবে। এ'তে প্রাণ বের হওয়া সহজ হয়।

সতর্কতা

মৃত্যুর সময় এমন কোন নারী-পুরুষ যেন তার পাশে না আসে যার উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে। তার পাশে যদি ছবি বা মূর্তি থাকে, তবে তা সরিয়ে ফেলবে এবং কুকুর থাকলে বের করে দেবে। কেননা তাতে রহমতের ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না। শোকগাঁথা, বিলাপ এবং উচ্চস্বরে ক্রন্দন করবে না। কারণ এতে মৃতের কষ্ট হয়।

রূহ বেরিয়ে যাওয়ার পর

রূহ বেরিয়ে গেলে চোয়ালের নিচ দিয়ে একটি চিকন ব্যাণ্ডেজ মাথার উপর দিয়ে গিরা দিয়ে দিতে হবে, যাতে মুখ খোলা না থাকে। চোখ দু'টি বন্ধ করে দেবে এবং হাত-পা ও আঙ্গুলসমূহ টেনে সোজা করে দিয়ে সারা শরীর কাপড় দিয়ে

ঢেকে দেবে। যদি মৃতের উপর কোন কর্জ থাকে, তবে তা আদায় করার ব্যবস্থা করবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতদের কর্জ যতক্ষণ পরিশোধ করা না হয় ততক্ষণ সে তাতে আটক থাকে। [বাহারে শরীয়ত]

গোসল

মুর্দাকে গোসল দেওয়া ফরযে কেফায়া। কেউ যদি গোসল দিয়ে দেয় তবে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হবে। একবার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা ফরয এবং তিনবার দেওয়া সুন্নাত। গোসলের স্থান পর্দা দিয়ে ঘেরাও করে নেবে। মুর্দার মাঝে কোন সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হলে তা সকলের কাছে প্রকাশ করবে; কিন্তু কোন মন্দ কিছু দেখলে প্রকাশ না করে গোপন রাখবে।

কাফন

কাফন পরানোও ফরযে কেফায়া। পুরুষের বেলায়: ১. লেফাফা, ২. ইযার, ৩. কামিজ, এ তিনটি কাপড় সুন্নাত। আর নারীদের জন্য এ তিনটি এবং ওড়না ও বক্ষবন্ধনীসহ মোট পাঁচটি কাপড় সুন্নাত। কাফনের কাপড় যেন উৎকৃষ্ট হয়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে- মুর্দাকে উৎকৃষ্ট কাফন প্রদান কর। কেননা তারা পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ করে থাকে এবং উৎকৃষ্ট কাফনের জন্য আনন্দ বোধ করে। সাদা কাফনই উত্তম। [রদ্দুল মোহ্তার]

জানাযা কাঁধে নিয়ে চলা

জানাযায় কাঁধ লাগানো এবাদত স্বরূপ। এর সুন্নাতসম্মত পন্থা হলো প্রথমে ডান শিয়রে তারপর ডান পায়ের দিকে এবং তারপর বাম শিয়রে এবং সবশেষে বাম পায়ের দিকে কাঁধ লাগিয়ে দশ কদম করে মোট চল্লিশ কদম চলবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি জানাজায় চল্লিশ কদম হাঁটবে তার চল্লিশটি গুনাহ্ মোচন করে দেয়া হবে। [বাহারে শরীয়ত]

তাকবীর

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শেষ দিকে জানাযায় যে তাকবীর দিয়েছেন তার সংখ্যা চারটি। [হাকিম, দারু কুত্বনী ও বায়হাক্বী]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সরকারে দু'আলম আলায়হিস্ সালাম জানাযায় চারটি তাকবীরই পড়তেন। [ত্বাহাভী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৩]

হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জানাযায় চারটি তাকবীরই পাঠ করেন। [ত্বাহভী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬]

সূরা ফাতেহা পাঠে নিষেধ

হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন, আমাদের জন্য জানাযার নামাযে ক্বোরআন তেলাওয়াত স্থিরিকৃত হয় নাই।

[মাজমা'উয্ যওয়া-ইদ: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা জানাযার নামাযে ক্বোরআন হতে তেলাওয়াত করতেন না।

[ইবনে আবী শায়বাহ্: ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩, মুহাল্লা: ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ এবং হযরত ইবনে ওমর বলেছেন, জানাযার নামাযে কোন ক্বিরআত নেই। [মাবসূত: ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪]

ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদের মদীনা শরীফে জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার প্রচলন ও রীতি নেই।

[ওমদাতুল ক্বারী: ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬, জওহারুন্নক্বী: ৪র্থ খণ্ড: পৃষ্ঠা ৩৯]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, সাহাবীদের মধ্যে যাঁরা জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়তে নিষেধ করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন, হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। [ওমদাতুল কারী: ৮ম খণ্ড, ১৩৯ পৃষ্ঠা]

গায়র মুক্বাল্লিদদের বিশিষ্ট আল্লামা ইবনে হাযম উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ফুদ্বালাহ্ ইবনে ওবায়দকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জানাজার নামাযে ক্বোরআন পড়া যাবে কিনা? তিনি বলেছেন "না।" [মুহাল্লা: ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩১]

সানা

সাধারণভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ নামাযে জানাযায় যে সানা পড়ে থাকেন তা হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। যেমন মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ্ ও হাফেয আবূ সুজা' আপন কিতাবে উক্ত সানা হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। [ফাতহুল ক্বদীর: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৩]

সানা নিম্নরূপ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণঃ সূবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাস্মুকা ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা ওয়ালা- ইলাহা গায়রুকা।

জানাযার নামাযের নিয়মাবলী

জানাযার নামাযের নিয়্যত:

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ الثَّنَاءِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَاءِ لِهٰذَا الْمَيِّتِ (নারী হলে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ) اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ০

অথবা মনে মনে জানাযার নামাযের নিয়্যত করে 'আল্লাহু আকবর' বলে কান পর্যন্ত হাত তুলে নিচে নামিয়ে নাভীর উপরে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে নামায শুরু করে 'সানা' পাঠ করবে। এরপর ইমামের তাকবীর বলার সাথে সাথে নিজেও হাত না তুলেই 'আল্লাহু আকবর' বলে নিম্নের দুরূদ শরীফ পড়বে:

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ০

অতঃপর ইমাম সাহেব তাকবীর বললে নিজেও হাত না তুলে 'আল্লাহু আকবর' বলবে। অতঃপর প্রাপ্তবয়স্কদের বেলায় নিম্নলিখিত দো'আ পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ০

আর যদি ছোটকাল হতেই পাগল ছিল এমন হয় কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক হয় তাহলে উক্ত দো'আর পরিবর্তে নিম্নের দো'আ পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا০

আর যদি বালিকা হয় তাহলে পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً০

এরপর ইমাম সাহেব তাকবীর বললে হাত দু'টি ছেড়ে দিবে এবং ইমামের সাথে ডান ও বামে সালাম ফেরাবে। [অনুবাদক]

দুরূদ শরীফ

জানাযার নামাযে ব্যাপক ভিত্তিতে যে দুরূদ শরীফ পড়া হয়ে থাকে তাতে সালাম ও রহমত-এর শব্দাবলীও অন্তর্ভূক্ত থাকে। এ কারণে কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকে যে, এ দুরূদ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অথচ এ শব্দাবলী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন 'সাল্লামতা' শব্দটি রয়েছে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে ইবনে মাসাদী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়তে। [সা'আদাতুদ্ দারাঈন: পৃষ্ঠা ২৩১]

'রহমত' শব্দটি রয়েছে ইবনে আব্বাস হতে জরীর কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়তে-

وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

[প্রাগুক্ত]

'তারাহ্হামতা' বিধৃত রয়েছে নিম্নলিখিত বর্ণনায়-

وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

[ইবনে মাসঊদ হতে হাকিম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়ত] [প্রাগুক্ত]

দো'আ

সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে জানাযার যে দো'আসমূহ পড়া হয়ে থাকে সেগুলো ও মুসনদে ইমাম আহমদ, জামে' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে বর্ণিত আছে। [মিশকাত শরীফ]

গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা

* নামাযে জানাযায় সালাম ফেরানোর পূর্বেই একত্রে দুই হাত বাঁধা অবস্থা হতে খুলে নেবেন। কখনোই এক হাত ছাড়বে তারপর অন্যহাত- এরূপ করবেন না।

* নারীদেরেকে দাফন করার সময় কবরের চারদিকে কাপড় বা অন্য কোন পর্দা দিয়ে ঘিরে নেবেন।

* কবরের ভিতরে চাটাই ইত্যাদি বিছানো নাজায়েয এবং অহেতুক সম্পদ নষ্ট করার নামান্তর। এভাবে তাবূতের বেলায়ও কাঠ ইত্যাদি দ্বারা তৈরিকৃত কফিন বা বাক্সে রেখে তা সহ লাশ দাফন করাও মাকরূহ; কিন্তু যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, যেমন মাটি অত্যোধিক ভেজা হলে, এমতাবস্থায় দেয়া যাবে।

* মুর্দার পরিবারের পক্ষ থেকে তীজাহ্ (তৃতীয়া) ইত্যাদির দাওয়াত দেওয়া জায়েজ নয়। কেননা, দাওয়াত করা হয় আনন্দ উৎসবে, দুশ্চিন্তা ও দুঃখের সময় নয়।

* তৃতীয়া ইত্যাদির আয়োজনের খরচাদি মুর্দার এতিম ওয়ারিশ ও অনুপস্থিত উত্তরাধিকারীদের সম্পদ থেকে যেন নির্বাহ করা না হয়। তবে প্রাপ্তবয়স্ক সকল উত্তরাধিকারী যদি উপস্থিত থেকে সম্মতি জানায়, তবে তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় নির্বাহ করলে অসুবিধা নেই।

জানাযার নামাযের পরে দো'আ

বাস্তবিক পক্ষে দো'আ করা একটি মোস্তাহাব কাজ এবং শ্রেষ্ঠ ইবাদত হিসেবে স্বীকার্য। সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- 'নিঃসন্দেহে দোয়া ইবাদতস্বরূপ।' অনুরূপ, দো'আর ন্যায় এমন ইবাদতের ধারাবাহিকতা স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত এবং মুসলিম সমাজে প্রচলিত। (সুতরাং জানাযা নামাযের পর কাতার ভেঙ্গ সূরা ক্বিরা'আত ইত্যাদি পড়ে দো'আ করলে অসুবিধা নেই।)

পবিত্র ক্বোরআনের আলোকে দো'আ

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ۝

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, দো'আ কর, আমি তা কবূল করব। নিশ্চয় যেসব লোক আমার ইবাদতের ক্ষেত্রে অহংকার করে থাকে তারা সহসা অপদস্থ হয়ে দোযখে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে।' [সূরা গাফির: আয়াত-৬০]

এ আয়াতে দো'আকারীদের মু'মিন বলা হয়েছে, তাদের দো'আ কবূল করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আর দো'আ করতে অস্বীকারকারীদের অপমানিত করে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেসব লোক মহামহিম প্রতিপালকের দরবারে দো'আ করা ও কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে এবং বিদ'আত আখ্যা দিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, সেসব লোকের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিনে বলবেন- 'হে দোযখবাসীরা! দোযখেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোন কথা বলোনা। কেননা, আমার বান্দাদের একটি দল

যখন দো'আ করত, 'হে আমার রব! আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের উপর দয়া কর, তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান,' তখন তোমরা তাদের নিয়ে বিদ্রুপ করেছ।

[আল ক্বোরআন: পারা ১৮, রুকু ৬]

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা ক্ববূল করি যখন আমাকে ডাকে।'

এ আয়াত হতে বুঝা যায় যে, দো'আ যখনই করা হবে এবং যেখানেই করা হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন। আল্লাহ্ তা'আলার এ শর্তহীন ও ব্যাপক ঘোষণার মধ্যে নামাযে জানাযার পর দো'আ করাও অন্তর্ভুক্ত। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি নামাযে জানাযার পর দো'আ করা প্রমাণিত নয় বলে, সে দুই দিক হতে অভিযুক্তঃ **এক.** ওই ব্যাপক নির্দেশের অস্বীকৃতি, **দুই.** শর্তহীন, ব্যাপক নির্দেশকে শর্তারোপিত ও খাস করার মাধ্যমে কিতাবুল্লাহর উপর অতিরিক্ত করার কারণে। আল্লাহ্ আরো বলেছেন, 'যারা পরে এসেছে তারা দোয়া করে- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে অতিক্রান্ত ভাইদেরও ক্ষমা কর।' [পারা: ২৮]

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের শান বর্ণনা পূর্বক বলেছেন যে, মু'মিন যখন ঈমানের সাথে রূহ জগতে পৌঁছে যায়, তখন পরবর্তী মু'মিনগণ তাদের জন্য দো'আ করে। এখন ফয়সালার ভার বিরুদ্ধবাদীদের উপরই দেওয়া হচ্ছে যে, জানাযার পর যদি তারা মু'মিনদের জন্য দো'আ করার ক্ষেত্রে বাধা দেয় তাহলে এর দুইটি অবস্থাঃ হয়তো তারা তোমাদের ভাই নয়, নতুবা তোমরা তাদের ভাই নও। অর্থাৎ তারা নিজেরা ঈমানদার নয় কিংবা তাঁদেরকে ঈমানদার বলে মনে করে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন, 'যখন তোমরা নামায হতে অবসর হও তখন নামাযের পর আল্লাহর কাছে দো'আ-প্রার্থনা কর।' [সূরা আলম নাশরাহ্]

তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে খাযেন ও মা'আল্লিমুত্ তানযীল প্রভৃতিতে উদ্ধৃত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ বর্ণনা করেছেন- তোমরা যখন আবশ্যকীয় নামাযাদি আদায় করে অবসর হও তখন স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি দো'আয় দণ্ডায়মান থাকবে এবং আন্তরিকতার সাথে প্রার্থনায় মনোনিবেশ করবে। তিনি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করবেন।

হাদীসের আলোকে দো'আ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্র বান্দাদের দো'আয় তাক্বদীর পরিবর্তিত হয়। একমাত্র দো'আ ছাড়া অন্য কিছু তাক্বদীরকে বদলাতে পারে না।' [মিশকাত: পৃষ্ঠা ১৯৫]

প্রতীয়মান হলো যে, তাক্বদীরে যদি মুর্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি লিখা থাকে, তবে দো'আ দ্বারা তা রহমত হিসেবে বদলে যাবে ইন্শা-আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে দো'আ করেনা, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি গযব বর্ষণ করেন।"

[মুস্তাদরাক: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯১]

আবূ দাঊদ ও হাকিম হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, যা সহীহ বা বিশুদ্ধ বলেও আখ্যায়িত করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মৃতকে দাফন করার অব্যবহিত পর কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করতেন এবং এরশাদ করতেন- তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং (মুন্কার ও নকীরের প্রশ্নোত্তর কালে) স্থির থাকার জন্য দো'আ কর, তার কাছে প্রশ্ন শুরু হতে যাচ্ছে। সাহাবা কেরাম মূতা নামক স্থানে জেহাদে রত থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম (মদীনা শরীফে) মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর চোখের উপর থেকে সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানের দৃষ্টিসীমা সমস্ত পর্দা অপসারিত হলো এবং তিনি যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করছিলেন। এমন কি তিনি হযরত যায়দ ও হযরত জা'ফরের শাহাদাতের সংবাদ জানালেন এবং তাঁদের নামাযে জানাযা পড়লেন আর দো'আ করলেন। অধিকন্তু এরশাদ করলেন, তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।

[কবীরী শরহে মুনিয়াহ্, নসবুর রায়াহ্, ফতহুল ক্বদীর, কিতাবুল গাযী]

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে আবি আওফা স্বীয় কন্যার জানাযায় চার তাকবীরসহ জানাযা সমাপ্ত করে দু'টি তাকবীরের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত দো'আ করায় দণ্ডায়মান রইলেন এবং এরশাদ করেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানাযার ক্ষেত্রে এরূপই করতেন।

[কানযুল ওম্মাল কিতাবুল জানায়েয হতে সংকলিত]

রাসূলে খোদা এরশাদ করেছেন, তোমরা মৃতের নামাযে জানাযার পর তার জন্য আন্তরিকভাবে দো'আও করো। [ইবনে মাজাহ]

বিশিষ্ট তাবে'ঈ হযরত তাউসকে তাঁর পুত্র জিজ্ঞাসা করলেন- মৃতের কাছে কোন্ কাজটি উত্তম? বললেন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। [শরহুস্ সুদূর]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জানাযায় শরীক হতে এলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বেই জানাযা সমাপ্ত হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন- যদিও তোমরা আমার আগেই জানাযা পড়ে ফেলেছ, কিন্তু এখন দো'আর ক্ষেত্রে আমার পূর্বে করে ফেলোনা, আমাকে দো'আয় অন্তর্ভুক্ত কর।

[মাবসূত্ব: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর যদি কোন জানাযা সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর কোথাও উপস্থিত হতেন, তখন দো'আ করতেন অতঃপর ফিরে আসতেন; নামাযের পুনরাবৃত্তি করতেন না। [জাওহারুন্নক্বী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭]

হুযূর আলায়হিস্ সালাম যখন মৃতকে দাফন করে অবসর হতেন তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সাহাবা কেরামকে নির্দেশ দিতেন- আপন ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। [আবূ দাউদ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, সরকার আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আমাদেরকে নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে এরশাদ করলেন- আপন ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। [মুসলিম শরীফ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯]

হযরত ত্বালহা ইবনে বারা আনসারীর কবরের পাশে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে গেলেন, নামাযে জানাযা পড়লেন। এরপরে উভয় হাত মুবারক তুলে বললেন, "হে আল্লাহ্! ত্বালহাকে এ অবস্থায় সাক্ষাত দান কর যে, তুমি তাকে দেখবে আর সে তোমাকে দেখে খুশী হবে।"

[যারক্বানী শরহে মুয়াত্তা: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১,
আওনুল মা'বূদ শরহে আবী দাউদ: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪]

হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি বালকের নামাযে জানাযা পড়লেন অতঃপর দো'আ করলেন- "হে আল্লাহ্! তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা কর।"

[বায়হাক্বী শরীফ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯]

চ্যালেঞ্জ

জানাযার পর দো'আ করতে নিষেধকারীরা এমন একটি সহীহ হাদীসও পেশ করুন, যাতে নামাযে জানাযার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দো'আয় নিষেধ করা প্রমাণিত হয়।

খতম শরীফ

তৃতীয়া, আশুরা ও চল্লিশা প্রভৃতির নামে যে খতম শরীফ মৃতের জন্য করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে ঈসালে সাওয়াবেরই সামিল। যখন খতমসমূহের ব্যাপারে নামকরণ ও দিন নির্দিষ্ট করার সম্পর্ক করা হলো তখন সে আলোচনা এর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের খতমে বোখারী, তাক্বরীবে আবূ দাউদ, মুফতী মাহমুদ কন্‌ফারেন্স এবং আহলে হাদীস কনফারেন্স ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাধান হয়ে গেছে। আর যখন ঈসালে সাওয়াবের সাথে সম্পর্কিত হবে তখন তাও হাদীসসমূহ, এজমা-'ই উম্মত ও ওলামায়ে মিল্লাতের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

হাদীসসমূহের আলোকে ঈসালে সাওয়াব

হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুযূর আলায়হিস্ সালামের খেদমতে আরয করলেন- আমার মায়ের ইন্তিক্বাল হয়ে গেছে। এখন তার জন্য কোন ধরনের সদক্বা উত্তম হবে? হুযূর বললেন, "পানি।" তখন তিনি কূপ খনন করিয়ে বললেন, "এ কূপ সা'দের মায়ের জন্য।" [আবূ দাউদ ও নাসা'ঈ]

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে আরয করলেন, "আমরা আমাদের মৃতদের পক্ষ হতে দান খয়রাত করে থাকি, তাদের জন্য দো'আ-প্রার্থনা করি। এসব কি তাদের কাছে পৌঁছে?" তিনি এরশাদ করলেন, "এসব কিছু তাদের কাছে পৌঁছে এবং মৃতরা এতে সন্তুষ্ট হয়।"

[আবূ হাফ্স আলবিকরী শাফে'ঈ কর্তৃক বর্ণিত]

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, সরকারে দো'আলম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এগার বার সূরা এখলাস পড়ে এর সাওয়াব মৃতদেরকে বখশিশ করবে সে এসব মৃতদের পরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে। [দারে ক্বুত্বনী]

ইজমা'র আলোকে

আল্লামা সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেন যে, সর্বদা সর্বযুগের লোকজন শহরে একত্রিত হয় এবং মৃতদের জন্য ক্বোরআন শরীফ পড়ে। কোন ব্যক্তি এ ইজমা'কে অস্বীকার করতে পারে না। [শরহুস্ সুদূর]

ওলামায়ে মিল্লাতের অভিমতের আলোকে

ইমাম নাওয়াভী 'আফকার' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে ইজমা' (ঐকমত্য) পোষণ করেন যে, নিশ্চয় দো'আ মৃতদেরকে উপকৃত করে এবং তাদের কাছে পৌঁছে থাকে।

মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, মৃতদের জন্য জীবিতদের দান-খায়রাত ও দো'আ তাদের উপকার করে। [শরহে ফিক্বহে আকবর]

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র তৃতীয়া: শাহ্ আবদুল আযীয বলেন, তৃতীয় দিবসে (ইন্তকালের পর) মানুষের এমন ভিড় ছিল যে, গণনা করা সম্ভবপর ছিলনা। একাশি বার ক্বোরআন শরীফ খতম গণনা করা হয় যদিও আরো বেশীই হবে। আর কলেমা তৈয়্যবার ব্যাপারে তো ধারণারও অতীত। [মলফূযাতে শাহ্ আবদুল আযীয]

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্র ফাত্ওয়া: দুধ বা ভাত রান্না করে কোন বুযুর্গের রূহে পাকে ঈসালে সাওয়াবের জন্য ফাতিহা পড়া এবং তা খাওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। [যুবদাতুন নসা-ই: পৃষ্ঠা ১৩২]

শাহ্ আবদুল আযীযের ফাত্ওয়া: যে খাদ্যদ্রব্যের উপর হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু ও হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নিয়াজ করা হবে তাতে (চার) 'ক্বুল' (সূরা কাফেরুন, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক্ব ও নাস) সূরা ফাতিহা ও দুরূদ শরীফ পড়া বরকতের কারণ হয় এবং তা খাওয়া অতি উত্তম।

[ফাত্ওয়া-ই আযীযিয়াহ্: পৃষ্ঠা ৭৫]

কতিপয় হাদীসে রাসূল

[সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

* হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, আমার পক্ষ হতে একটি বাক্য হলেও সকলের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। [বোখারী শরীফ]

* যে ব্যক্তি জেনে-শুনে কোন মিথ্যা কথাকে হাদীস বলে প্রচার করে, সে নিশ্চয়ই একজন মিথ্যাবাদী। [বোখারী শরীফ]

* আল্লাহ্ তা'আলা ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করেন, যে আমার নিকট হতে শ্রবণ করে সেটা অবিকল অপরের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। [ইবনে মাজাহ্, তিরমিযী]

* যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসে, সে আমাকে ভালবাসে এবং যে আমাকে ভালবাসে, সে আমার সঙ্গে বেহেশতে থাকবে। [তিরমিযী]

* যে জাতি আল্লাহর যিক্র করে, তাদেরকে ফেরেশতারা ঘিরে রাখে এবং তাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্ স্বয়ং তাদেরকে স্মরণ করেন। [মুসলিম]

* আল্লাহর যিক্র ব্যতীত বান্দার এমন কোন কাজ নেই যা আল্লাহর আযাব হতে তাকে মুক্তি দিতে পারে। [আবু দাউদ]

* হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তার প্রতি সত্তরবার দুরূদ পড়েন। [আহমদ]

* যতক্ষণ না তুমি তোমার নবীর দুরূদ পড়, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার দো'আ-প্রার্থনা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত থাকে এবং কিছুই উর্ধ্ব আকাশে উঠে না। [তিরমিযী]

* যার সম্মুখে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়, সে যদি তা শুনে আমার প্রতি দুরূদ পড়ে না সে যেন জান্নাতের পথ হারিয়ে ফেললো। [ত্বাবরানী]

* আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তোমার আকৃতি-প্রকৃতি, গড়ন এবং সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না, তিনি লক্ষ্য করেন তোমার কার্যকলাপ ও নিয়তের প্রতি। [মুসলিম]

* যার নিয়্যতের মধ্যে দুনিয়ার স্বার্থ নিহিত থাকে আল্লাহ্ পাক তার সম্মুখে অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন। [ইবনে মাজাহ]

* নিয়ত বা উদ্দেশ্যের উপরই যাবতীয় কাজের ফলাফল নির্ভর করে এবং প্রত্যেকে তাই অর্জন করবে, যা সে নিয়্যত করেছে। [বোখারী-মুসিলম]

* তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন বা ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল মানুষ হতে অধিকতর প্রিয় না হই। [বোখারী, মুসলিম]

* স্বভাব চরিত্রে যে সর্বোত্তম, ঈমানদারদের মধ্যে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। [আবূ দাউদ]

* যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়ে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, সে ঈমানদার নয়। [ইবনে মাজাহ]

* একবার হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ্! ঈমানের চিহ্ন কি? হুযূর পাক জবাবে বললেন, আল্লাহর জন্য ভালবাসা স্থাপন, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করবে এবং সর্বদা তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিক্‌রে নিয়োজিত রাখবে। [মিশকাত]

* আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যাঁর মুঠোয় আমার প্রাণ, তার ক্বসম, কেউই প্রকৃত মু'মিন বা ঈমানদার হয় না, যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের (মুসলিম) জন্যও পছন্দ করে না। [বোখারী, মুসলিম]

* যখন কোন মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তর হতে ঈমান বের হয়ে উপরে ঝুলে থাকে। [আবূ দাউদ, তিরমিযী]

* যে লোক ওয়াদা করে তা রক্ষা করে না, তার ঈমান নেই। [ইবনে মাজাহ]

* আল্লাহ্ পাক পরওয়ারদেগার যার ভাল বা মঙ্গল করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি বালা-মুসীবতে পতিত করেন। [বোখারী]

* তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট, যে দুনিয়াতে স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে এবং আখেরাতের জন্য অন্তরে অধিকতর আশা পোষণ করে। [জামি'ই সগীর]

---সমাপ্ত---